হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 6, Issue No. 7, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, June 2017

ঠাকুরের উক্তিসকল একত্র করিয়া তাহাকে একমাত্র শাস্ত্র করিলে তাঁহার বিশাল ভাব ও আমাদের আজীবন পরিশ্রমের এই ফল হইবে যে, আমরা একটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা হইব ও বহু বিবদমান ভাগে বিভক্ত এই সমাজকে আরও কোলাহলময় করিয়া তুলিব। অতএব আমাদের সনাতন শাস্ত্র বেদই একমাত্র শাস্ত্ররূপে পরিগৃহীত ও প্রচারিত হইবে, ও গীতা যে প্রকার পুরাকালে ছিল সেইপ্রকার ঠাকুরের উক্তি আধুনিক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বেদমতের ব্যাখ্যা। —স্বামী বিবেকানন্দ

রাজ্যে জেহাদী আক্রমণ হচ্ছে প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ প্রতিরোধ হচ্ছে কোথায় ঃ তপন ঘোষ

পানিহাটি অমরাবতীর হিন্দু সংহতির সভায় ভাষণরত সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ মহাশয়।

পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামীকরণের চেষ্টা চলছে জোর কদমে। জেলাগুলি থেকে দাঙ্গা হাঙ্গামার খবর আসছে প্রতিদিন। সংখ্যাটা শতাধিক। কম করে ৫০টা হিন্দু মেয়ে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। হিন্দু মহিলারা জেহাদিদের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। হিন্দু তার পায়ের তলার জমি হারাচ্ছে ক্রমশঃ। জেহাদিরা এ রাজ্যে জঙ্গলরাজ সৃষ্টি করছে। হিন্দুকে এর মোকাবিলা করতে হবে। পুরুলিয়ায় মাত্র সাড়ে সাত শতাংশ মুসলিম হওয়া সত্বেও কীভাবে হিন্দুদের উপর হামলা হল, তা আমরা দেখেছি। যে জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা ত্রিশ শতাংশের অধিক সেখানকার পরিস্থিতি অনুমেয়। হিন্দু সংহতির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে ব্লকে ব্লকে, পুরসভা অঞ্চলে হিন্দু মানসিকতাকে জাগ্রত করতে হবে। ওদের গা জোয়ারি বন্ধ করতে প্রতিকার প্রতিরোধের পথে হাঁটতে হবে। গত ১১ই জুন, রবিবার সোদপুরের পানিহাটির অমরাবতী অঞ্চলে হিন্দু সংহতির সভায় সংহতি সভাপতি তপন ঘেঅষ এইভাবেই তাঁর মত ব্যক্ত করেন।

তিনি আরও বলেন, বয়স্করা শুধুমাত্র বয়সের কারণেই শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেন না। তাঁরা যদি শ্রদ্ধার মতো কাজ না করেন তবে তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করবেন না। তাঁরা নিজেদের বিজ্ঞ বলে মনে করেন। হিন্দু যুবকদেরকে আজ সমাজ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। জেহাদি অত্যাচার আর মেনে নেওয়া যাবে না। ইসলামের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতি লড়াইয়ের সংকল্প নিয়েছে। এ লড়াই রাজনৈতিক লড়াই নয়। ভোটের রাজনীতিতে জেহাদি আগ্রাসন আটকানো যাবে না। এ কঠিন লড়াইতে সমস্ত হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

উক্ত সভায় হিন্দু সংহতির সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য লিখিত, 'হিন্দু মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঃ একটি সোনার পাথরবাটি' বইটি সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত করলেন। ইসলামের সত্য উন্মোচনে দেবতনু ভট্টাচার্যের বইটি যথেষ্ট বিশ্লেষণমূলক। দেবতনুবাবু তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, অতীত থেকে আমরা শিক্ষা নিইনি। ওপারের জমি-ব্যবসা হারিয়ে এপারে আমরা উদ্বাস্তু হয়ে চলে এলাম। কিন্তু চলে আসার কারণটা ভুলে গেলাম। এখন এপারেও আমাদের সামনে সেই একই সংকট দেখা দিয়েছে। ইসলামিক আগ্রাসন পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করে নিতে উদ্যত। এই অবস্থায় আমাদের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে বলে তিনি জানান। আবার জমি-ব্যবসা, চাকরি হারিয়ে পাশ্ববর্তী রাজ্যে পালিয়ে যাওয়া, কিংবা ইসলামের কাছে মাথা নত করে তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করা। আর তৃতীয় পথটি হল হিন্দুর মর্যাদা, ধর্ম, জমি, সর্বোপরি অস্তিত্ব

বজায় রাখতে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া। হিন্দু সংহতি এই তৃতীয় পথটিই বেছে নিয়েছে। যাঁরা এই লড়াইয়ে হিন্দু সংহতির পাশে থাকতে ইচ্ছুক তিনি তাঁদের সকলকে সংহতির পক্ষ থেকে আহ্বান জানান।

পানিহাটির অমরাবতীর হিন্দু সংহতির এই সভায় সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ, সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা প্রসূন মৈত্র, সংহতির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশাল জয়সওয়াল, দেব চ্যাটার্জী, রাজা দেবনাথ, জয়জিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।

মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ পূর্ব মেদিনীপুরে

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কলাবেড়িয়ার চড়াবার গ্রামে হিন্দু সংহতির কর্মীরা মনসা পুজোর আয়োজন করে। পুজো উপলক্ষে তারা এলাকা থেকে চাঁদা তুলছিল। এইসময় এক যুবকের থেকে চাঁদা চাইলে সে চাঁদা দিতে অস্বীকার করে। উভয়ের মধ্যে বচসার সময় জানা যায় ছেলেটি মুসলিম। তখন সংহতি কর্মীরা তার থেকে চাঁদা না নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ যুবকটি আরও ৫-৭ জন মুসলিম যুবক নিয়ে এসে হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে থাকে। তখন ক্ষিপ্ত হিন্দু সংহতির কর্মীরা তাদের মারধোর করে। এতে কয়েকজন মুসলিম যুবক গুরুতর আহত হয়। তাদের হাসপাতালে পাঠাতে হয় বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুজন হিন্দু সংহতির সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। তিনদিন পর তারা কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছে। এ ছাড়াও ৫ জন সংহতির কর্মীর নামে মুসলিমদের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের লোক পাড়ায় একটা মিটিং করার পর মুসলমানদের পক্ষ থেকে থানায় করা লিখিত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

দশহরা পূজায় উত্তেজনা বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে

গত ৪ঠা জুন রবিবার বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার পীলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাংলাইন গ্রামের চাংলাইন তরুণ সংঘ গঙ্গাপুজো বা দশহারা পুজোর আয়োজন করে। পুজোর দিন দরিদ্র নারায়ণ সেবা করা হয় এবং বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকায়। উল্লেখ, দশহারা পুজোস্থানের বিপরীতেই একটা মসজিদ আছে।

সূত্রের খবর, ৫ তারিখ বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য পুজো কমিটি মাইক বাজাচ্ছিল তখন পাশের মসজিদে চলছিল ইফতার পার্টি। মসজিদ থেকে বলা হয় তাদের ইফতার পার্টি চলছে, তাই মাইক বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু তরুণ সংঘের যুবকেরা মসজিদ কমিটির কথা শুনতে রাজি হয়নি। তাদের বক্তব্য, মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করুক, আমরা আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করছি। এই কথা থেকেই উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পারে তা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। মাথা ফাটা, হাত-পায়ে গুরুতর আঘাত পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এরপর দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মূলত

শেষাংশ ৪ পাতায়

মিথ্যা মামলায় তিন সংহতি কর্মীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সমুদ্রগড় উত্তাল

অস্ত্র আইনে ফাঁসিয়ে তিন জন হিন্দু সংহতি কর্মীকে গ্রেফতার করল কালনা থানার পুলিশ। সঞ্জিত শর্মা, প্রতাপ সরকার ও শিবু রাজবংশী নামে সমুদ্রগড়ের তিনজন সক্রিয় হিন্দু সংহতি কর্মীকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের কাছ থেকে ৫১ হাজার টাকা ও কয়েক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশের অভিযোগ। গত ৩রা জুন বর্ধমান জেলার কালনার পূর্ব সাতগাছিয়া থেকে তাদের ধরা হয়। রবিবার (৪ই জুন) তাদের গ্রেফতার করা হয় এবং পরেরদিন অর্থাৎ সোমবার কালনা মহকুমা আদালতে অভিযুক্তদের তোলা হয়। বিচারক তাদের আট দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ৪৮৯বি, ৪৮৯সি, ৪৮৯ডি, ১২০বি/৩৪ আই. পি. সি এবং ২৫ (১) (এ) (বি)/৩৫ অস্ত্র আইন (কালনা থানা, কেস নং ২৮৪/১৭)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কালনার পূর্ব সাতগাছিয়ার এসটিটিকেকে রোডে শতটি চেকপোস্টের কাছে টহলরত পুলিশ সন্দেহের বশে একটি অ্যাম্বুলেন্সকে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ তিনজনের কাছ থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। তাদের কাছ থেকে ৫১ হাজার টাকাও পুলিশ উদ্ধার করেছে, যা জাল টাকা বলে পুলিশ সন্দেহ করছে। এরপরই তিনজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। সঞ্জিত, প্রতাপ ও শিবু তিনজনেরই বাড়ি বর্ধমানের পূর্বস্থলীর ১নং ব্লকের নাদনঘাট থানার সমুদ্রগড় এলাকায়। এরা অঞ্চলে হিন্দু সংহতির সক্রিয় কর্মী বলে পরিচিত।

গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে হিন্দু সংহতির সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, পরিকল্পিতভাবে সংহতি কর্মী সঞ্জিত, প্রতাপ ও শিবুকে ফাঁসানো হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ভালো করে

শেষাংশ ৪ পাতায়

আমাদের কথা

ভজন পূজন আরাধনা ছেড়ে দেশমাতৃকাই হোক একমাত্র আরাধ্য

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খবর এসেছে ও আসছে যে কোথাও মন্দির অপবিত্র করা হয়েছে, কোথাও মন্দিরে ভাঙচুর করা হয়েছে, কোথাও মন্দিরের বিগ্রহ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্যোশাল মিডিয়ার দৌলতে এই খবরগুলো আর চাপা থাকেনি। কিন্তু আপামর ধর্মপ্রাণ বাঙালি হিন্দুর প্রতিক্রিয়া কী? না, তাদের ধর্মস্থানগুলিকে পুনর্গঠন করে দেওয়া হোক। তারা যেন আগের মতো পুজো আর্চা করতে পারে। ব্যস্, তাহলেই তাদের আর কোন ক্ষোভ বা রাগ থাকবে না। শান্তি প্রিয় বাঙালি ভজন আরাধনা করে চোখটি বুজে ঘরের কোণে বসে থাকবে। ধর্মের উপর এতবড় আঘাত তাদের বুকে আগুন জ্বালাবে না। এতবড় অপমানকেও তারা মুখ বুজে সহ্য করে নেবে। কুকুর কামড়ানো কুকুরকেও কামড়াতে হবে বলে এড়িয়ে যাবে সমস্ত সংঘর্ষকে।

কিন্তু ইসলামিক আগ্রাসনের ঘন দুর্যোগটা ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের আকাশকে ছেয়ে ফেলছে। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও থেকে আসছে জেহাদী আক্রমণের খবর। কখন হিন্দুর মঠ-মন্দির আক্রান্ত হচ্ছে, কখনও জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, কখনোবা হিন্দুর মেয়েকে প্রেমের অভিনয় করে ফুসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ বাঙালির মধ্যে তার জন্য কোন হেলদোল নেই। অথচ ঘর পোড়া গরু আমরা। দেশভাগের ফলে বাংলার ২/৩ অংশ গেছে, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি আমরাই। এবার যে পশ্চিমবঙ্গটাও যেতে বসেছে! অথচ কি অবিমৃশ্যকারী আমরা, এরপরেও আমাদের চোখ খুলছে না। বাংলাদেশে হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থা দেখেও আমরা খরগোশের মতো গর্তে মুখ লুকিয়ে বাইরের বিভীষিকাকে অস্বীকার করছি। এর ফল যে মারাত্মক হবে, তা ভবিষ্যৎবাণী করাই যায়। বলি, পশ্চিমবঙ্গে যদি মন্দিরই না থাকে (গত একবছরে বাংলাদেশে ছোট-বড় প্রায় তিনশো মন্দির ভাঙা হয়েছে) তবে ভজন-পূজন কোথায় করবেন? হা ঈশ্বর হা ঈশ্বর করে মন্দিরের চৌকাঠে মাথা ঠুকে নিজেকে রক্তাক্ত করতে পারেন। কিন্তু ঐ ঈশ্বরের অপমানকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেন না। বাঙালি শান্তি প্রিয়, বাঙালি অহিংস এটা শত্রুপক্ষরা বুঝতে পেরে গেছে। তাই হিন্দু বাঙালি যতই ডিফেন্স খেলেছে, শত্রুপক্ষের আক্রমণ হয়েছে ততই জোরালো। বলি, এবার একটু খোলস ছেড়ে বেরুন, বাঁশি ছেড়ে অসি ধরুন। বাঙালির ঐতিহ্যের কথা একবার ভাবুন- রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকী-বিনয় বাদল দীনেশ, বাঘাযতীন, মাস্টারদা সূর্য সেন, সুভাষচন্দ্র বোসরা ছিলেন সিংহপুরুষ। তাঁদেরই পরবর্তী প্রজন্ম আমরা এমন মেনিমুখো হয়ে উঠলাম কেন তা আজ গবেষণার বিষয়। একথা সত্যি যে বামপন্থী সংস্কৃতি বাঙালি হিন্দুর মেরুদন্ডটা ভেঙে দিয়েছে, জাতির ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু এত ঠুনকো তো আমরা নই, শত অপমানেও রা কাড়বো না। তোমার ঠাকুর তোমার কাছে পুজো চায়না, চায় তার অপমানের প্রতিশোধ। সংকটে সত্যকে অস্বীকার করা পরাভবেরই নামান্তর। সেই সংকট আজ দ্বারে এসে উপস্থিত। লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও বাঙালি। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এ লড়াই আজ বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পরিশেষে, স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তিকে স্মরণ করে বলি, 'আগামী ৫০ বছর তোমাদের একমাত্র আরাধ্য হোক দেশমাতৃকা, অন্যান্যদের দেব-দেবীকে কিছুকাল ভুলে থাকলেও চলবে' জাতির এক দুর্দিনে স্বামীজী এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ আবার ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের আকাশে ঘোর দুর্দিন। সেদিন ইংরাজ ছিল দেশের শত্রু, আজ জেহাদী মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তে লিপ্ত। শত্রু শত্রুই! তাদের রূপ বদলায়, মানসিকতা বদলায় না। তাই পূজা-আর্চাকে আজ দূরে সরিয়ে দেশমাতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জাতীয়তাবাদী বাঙালিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি হতে হবে, এ লড়াই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। ভয় নেই, ভয় নেই ভাই, এ মহারণে আমরা জয়ী হবই। জয়-পরাজয়ের বিচার ছেড়ে আপন কর্তব্যে মন দাও, ভয় আপনা আপনিই দূর হয়ে যাবে। যেদিন এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে হিন্দু মাথা উঁচু করে বাঁচবে, মঠ-মন্দির থাকবে অক্ষত-সেদিনই আমাদের প্রকৃত দেবপূজার সমাপন হবে।

জাল নোটে ঝক্কি চার্জশিট পেশেই

অভিযুক্তের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু চার্জশিট দেওয়া যাচ্ছে কোথায়! বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে এ পারে ঢুকছে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় টাকার জাল নোট। সেই কারবার ঠেকাতে পশ্চিমবঙ্গে এ-যাবৎ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র রুজু করা ছটি মামালয় অভিযুক্ত বাংলাদেশি নাগরিকের সংখ্যা ১০। তবে তাদের মধ্যে চার্জশিট দেওয়া গিয়েছে মাত্র এক জনের বিরুদ্ধে। অথচ তদন্তে নতুন নতুন বাংলাদেশির নাম উঠছে। যেমন দারুল শেখ।

ওপারে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এসে একটা থলে এপারে ফেলে দেয় দারুল। রাতের অন্ধকারে ওপারে যেখানে বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশের নজরদারি নেই, এপারে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পাহারা নেই-সেই জায়গাতেই চলে এই কারবার। থলের মধ্যে ভরা জাল নোট। দারুল এভাবে দুবছর ধরে মালদহের বৈষ্ণবনগর এলাকার শুকদেবপুরের ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে জাল নোট পাচার করেছে বলে অভিযোগ। বাড়ি তার চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ এলাকার ঝুরিতলা গ্রামে। তার সব তথ্য পেতে মরিয়া এনআইএ।

গত বছর ৩১ মার্চ বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ নাসির শেখ নামে এক যুবককে নয় লক্ষ আশি হাজার টাকার জাল নোট-সহ গ্রেফতার করে। ৪ আগষ্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে তদন্তভার নেয় এনআইএ। এনআইএ সম্প্রতি নাসিরকে হেফাজতে পাওয়ার পরেই দারুলের নাম সামনে এসেছে। জাল নোটের মামলায় এনআইএ যেসব বাংলাদেশিকে খুঁজছে, দারুল সেই তালিকায় নবতম সংযোজন।

কিন্তু এখানেও সেই প্রশ্ন। চার্জশিট দেওয়া যাবে কি না। এখনও পর্যন্ত এনআইএ শুধু একটি মামলায় একজন বাংলাদেশির বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পেরেছে। তার নাম হাবিবুর রহমান ওরফে হাবিল শেখ। গত ২৮ এপ্রিল কলকাতার এনআইএ আদালতে ওই চার্জশিট জমা পড়েছে। এটা ২০০৫ সালের ১২ মে মালদহের সুজাপুর গ্রামে ন'লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধারের মামলা। সে বছর ৬মে মালদহের দৌলতপুর গ্রামের কাছে ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধারের মামলায় ন'জনের বিরুদ্ধে এ বছর ৫ মে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। তবে ওই মামলায় অভিযুক্ত দুই বাংলাদেশি মানারুল ওরফে কালু শেখ ও ডালিম শেখের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারেনি এনআইএ। কালিয়চকের একটি মামলায় আপেল শেখ নামে অন্য এক বাংলাদেশি অভিযুক্ত। এ ছাড়া আরও পাঁচ বাংলাদেশি মামলাগুলিতে অভিযুক্ত বলে এনআইএ-র দাবি।

এক তদন্তকারী অফিসার বলেন, ''যথেষ্ট আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলেই ওই বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া যাচ্ছে না।''

নির্ভয়ার গোপন অঙ্গে লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে অপরাধী, সেই ভয়ঙ্কর রাতে সে ছিলো নিতান্তই 'নাবালক'

কণাদ দাশগুপ্ত

অনেকেরই মনে আছে নিশ্চয়ই, নির্ভয়ার চিকিৎসকরা সেদিন বলেছিলেন, ওই লোহার রড নির্ভয়ার শরীরের নিম্নভাগের অভ্যন্তরকে লন্ডভন্ড করে দিয়েছিলো। শরীরের অন্যান্য অবনতি এ দেশের এবং সিঙ্গাপুরের চিকিৎসকরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেও, ওই লোহার রড-জনিত ক্ষতি সামলাতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং সেই কারণেই মূলত মৃত্যু হয় নির্ভয়ার।

তাহলে আইনি কচকচির বাইরে দাঁড়িয়ে যদি এ কথা বলা হয় যে, ওই 'নাবালক'-এর পৈশাচিক কীর্তিই কেড়ে নিয়েছে নির্ভয়ার প্রাণ, তাহলে কতটা ভুল বলা হয়! এবং/অথবা যদি বলা হয়, মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্তদের থেকেও বড় অপরাধ করেছে ওই নিতান্তই 'নাবালকটি'-টি, এবং তারপরেও আইনের ফাঁক গলে ওই নাবালক অবস্থাতেই নিষ্ঠুর অপরাধী হওয়া ছেলেটি মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে কোন বিধির উপর আমাদের আস্থা থাকবে?

শীর্ষ আদালত চার অপরাধীর মৃত্যুদন্ড বহাল রাখার পর নির্ভয়ার মা সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন, ''ধর্ষক কখনই নাবালক হতে পারে না''। একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবলেই ধরা যায়, কত বড় সত্যি কথাটি উনি বুঝে বা না বুঝে বলেছেন, তা ভাবা যায় না।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই।

কেউ খোঁজ রেখেছেন, ওই 'নাবালক'-টি মুক্তি পাওয়ার পর কোথায় কী করেছে বা করছে? চরিত্র শুদ্ধ হয়েছে? সমাজের মূলস্রোতে ফিরেছে? এই 'নাবালক'-কে তো মুক্তি দেওয়া হয়েছে সংশোধনের জন্য! হয়েছে সংশোধন?

গণধর্ষণের পর পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক ও এক নাবালক, যে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে নৃশংসভাবে পিটিয়েছিল নির্ভয়া ওরফে জ্যোতি ও তাঁর পুরুষ বন্ধুকে। বাঁচার জন্য মরণপণ লড়াই করেও দুনিয়া ছেড়ে যেতে হয়েছিল নির্ভয়াকে। নৃশংস ঘটনার পর পুলিশ ওই 'নাবালক'-সহ ছ'জনকে গ্রেফতার করে। বিচার চলে।

পাঁচজনের সঙ্গে থাকা সেই ''নাবালক'', যার নাম, মহম্মদ আফরোজ, অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকার জন্য তিন বছর দিল্লির সংশোধনাগার 'মজনু কা টিলা'-তে রাখার নির্দেশ দেয় জুভেনাইল কোর্ট। তিন বছর সেখানে থাকার পর দেশের বিচার ব্যবস্থা তাঁকে মুক্তি দেয়।

এই মুক্তির পর দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। হয়তো সে কারণেই আইনে সংশোধন আনা হয় সংসদে। কিন্তু ততদিনে আইনের ফাঁক গলে মুক্তি পেয়ে গিয়েছে ''নাবালক'' হিসেবে ছাড় পাওয়া সেই আফরোজ।

২০১৫ সালে আফরোজ ছাড়া পাওয়ার মাসখানেক আগে নির্ভয়ার বাবা-মা ওই ''নাবালক''-এর পরিচয় প্রকাশ্যে আনার দাবি তোলেন। তাঁরা তখন জানান, প্রচারমাধ্যম এবং অন্যান্য সূত্রে জানতে পেরেছেন, ওই ''নাবালক'' আফরোজের কোনও উন্নতি হয়নি। **বরং জুভেনাইল হোমে সে জিহাদি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।** পুলিশও এই কথা মেনে নিয়েই জানায়, আফরোজ বখাটেমার্কা হয়ে উঠেছে। চলাফেরায় বেপরোয়া। ভাবভঙ্গি 'ডন'-এর মতো।

আমরা সবাই জানি, সেসময় পুলিশ দাবি করেছিলো, সেই রাতে গণধর্ষিতার ওপর নৃশংসতম অত্যাচার চালিয়েছিল ওই নাবালক, আফরোজ। তবে জুভেনাইল বোর্ড সেই অভিযোগ মানেনি। ঘটনাটিকে প্রচার মাধ্যমের বাড়াবাড়ি বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। অভিযোগ ছিল, আফরোজই নির্ভয়ার গোপন অঙ্গে লোহার ডান্ডা ঢুকিয়ে দিয়েছিল নির্মমভাবে। কিন্তু জুভেনাইল বোর্ড সেকথাও মানেনি। কারণ কেউ জানেনা।

এরপর, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম তোলপাড় করে খুঁজে আনে আফরোজ-সংক্রান্ত নানা তথ্য। দিল্লি থেকে প্রায় ২৪০ কিমি দূরে দিদির সঙ্গে নাকি থাকতো আফরোজা। ১১ বছর আগে অভিযুক্ত রাম সিংয়ের সঙ্গে সে বাসের ক্লিনারের কাজ করতে চলে আসে। জড়িয়ে যায় নানা অসামাজিক কাজে। যার মধ্যে অন্যতম ছিলো জিহাদি কাজকর্ম। মুক্তি পাওয়ার পর তাকে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তারপর আর কেউ কিছু জানে না। সে এখন জিহাদি না ধর্মপ্রাণ, দুষ্কৃতি না সমাজসেবক-গোটা দেশে হাতে গোনা কয়েকজন হয়তো জানেন।

চরমতম অপরাধ এবং পরোক্ষ খুন করেও আজ সেই মহম্মদ আফরোজ মুক্ত যুবক। সত্যি, ''কানুন কা হাত বহুত লম্বে হোতা হ্যায়।''

পশু হাটে গবাদি পশু বিক্রিতে কেন্দ্রের নিষেধাজ্ঞা

শত চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত বেআইনি গোহত্যা পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তাই গোহত্যা রুখতে এবার আরও কড়া আইন চালু করল কেন্দ্র। ২৬শে মে, শুক্রবার সরকারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, পশু হাট বা পশু মেলায় বেআইনিভাবে আর পশুর মাংস বিক্রি করার অনুমতি মিলবে না। ধর্মীয় কারণে বলি দেওয়ার জন্য অথবা মাংস খাওয়ার জন্য গরু, মোষ, ষাঁড়, বলদ, বাছুরের মতো পশুগুলি এই বাজারে বিক্রি করা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে বিভিন্ন মহল থেকে স্বাগত জানিয়েছে।

সাধারণত গ্রামাঞ্চলের পশু এধরণের বেচা-কেনা বেশি হয়ে থাকে। বেআইনিভাবে সেই সব পশুর বিক্রি-বাটা বন্ধ করতেই কড়া হচ্ছে কেন্দ্র। তবে ছাগল ও ভেড়া এই আইনের আওতায় থাকছে না। অর্থাৎ ধর্মীয় কারণে ছাগল বা ভেড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনৈতিক চালই দেখছে বিরোধীরা। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আসার পর থেকে শক্ত হাতে গোহত্যা রুখতে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যোগী আদিত্যনাথ। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বেআইনি কসাইখানাগুলি। এ বিষয় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মাংস বিক্রেতারা। সরকারের আচমকা এমন সিদ্ধান্তে তাঁদের ব্যবসার চরম ক্ষতি হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই পশু হাটে বেআইনি মাংসের বিক্রি বন্ধের নয়া আইন চালু হয়েছে। যাকে সমর্থন জানিয়ে পিপল ফর অ্যানিম্যালস-এর (পিএফএ) ট্রাস্টি গৌরি মৌলেখি বলেন, ''কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের এই ভাবনা এবং পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই। বেআইনি বাজারে মাংস বিক্রি বন্ধ হলে পশুদের পুনর্ব্যবহার করা যাবে। তাদের থেকে দুধের মতো পুষ্টিকর খাদ্য মিলবে। চাষের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাবে। তাতে সকলেই লাভবান হবেন।'' বিহারের সোনপুর, রাজস্থানের পুস্কর-সহ উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পশু হাটে এই আইন এখন বলবৎ করা হচ্ছে।

১৯৬৪ ঃ স্বাধীন ভারতে প্রথম বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

তপন ঘোষ

১৯৬৩ সালে আমি গ্রাম থেকে কলকাতায় আসি। গ্রাম মানে মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ প্রান্তের প্রায় শেষ গ্রাম। নাম দক্ষিণখন্ড। তারপরেই শুরু হয়ে যায় বর্ধমান জেলা। বোধ হয় বছর দুয়েক ছিলাম সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে। ঐ বাড়িতে থেকেই ১৯৬৪-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখেছিলাম। গলির ভিতরে অবশ্য মুসলমানরা ঢোকেনি। কিন্তু তিনতলার ছাদ থেকে কলাবাগান বস্তিতে হিন্দুর বাড়ি পোড়ার আগুন দেখেছি। আর দেখেছি আমাদের বাড়ির ও আশপাশের বাড়ির ছাদে বড়দেরকে ইঁট পাথরের টুকরো জমা করে রাখতে ও গরম জলের ব্যবস্থা করতে। যদি মুসলমানরা গলিতে ঢোকে তাহলে উপর থেকে ফেলা হবে। স্বাধীনতার পর সেটাই ছিল সারা দেশ জুড়ে বড় দাঙ্গা। কারণটা হয়তো অনেকে জানেন। যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি, কাশ্মীরের শ্রীনগরে হজরতবাল নামে একটি মসজিদ আছে। সেখানে নাকি হজরত মহম্মদের একগুচ্ছ চুল সযত্নে রক্ষিত আছে। তাই তার নাম হজরতবাল মসজিদ। ইসলামে নাকি প্রতীক পূজা নিষিদ্ধ। তাহলে মহম্মদের চুলকে নিয়ে এই আদিখ্যেতা কেন, সে প্রশ্ন করার মতো সাহস হিন্দুরা অর্জন করতে পারেনি। অথচ খোদ সৌদি আরবে মহম্মদের এরকম কোন স্মৃতি চিহ্ন রাখা হয় নি। এমনকি স্বয়ং হজরত মহম্মদ যে মসজিদে অনেকবার নামাজ পড়েছেন সেই মসজিদটি পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করতে ভেঙে ফেলা হয়েছে। কিছু মোল্লা মৌলবি এর বিরোধিতা করলে সৌদি আরবের রাজা তাদেরকে জোরালো ধমক দিয়ে বলেছেন যে কারও স্মৃতি চিহ্নকে সংরক্ষণ করা প্রতীক পূজার সমান। যারা এটা করবে তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। তখন বিরোধীরা ভয়ে চুপ করে গেছে।

মহম্মদের কেশ সংরক্ষণ করার মতো ইসলামবিরোধী ঐ মসজিদ থেকে ১৯৬৪ সালে হঠাৎ ঘোষণা করা হল যে হজরত মহম্মদের পবিত্র চুল চুরি গিয়েছে। ব্যাস্! সারা দেশের মুসলমানরা দাঙ্গা শুরু করে দিল। কোনো যুক্তিতে এর ব্যাখ্যা করা যায়? প্রথমত, তোমরা প্রতীক পূজার বিরোধী। তাই হজরত মহম্মদের ছবি পর্যন্ত কোথাও নেই। তাহলে হজরত মহম্মদের প্রতীক রাখবে কেন? দ্বিতীয়ত, ওটা আছে মসজিদের ভিতর। মসজিদের দেখাশোনা কে করে? হিন্দুরা তো করে না! তোমরা মুসলমানরাই মসজিদের দেখাশোনা কর। তাহলে সেখান থেকে কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তার দায়িত্ব কার? তোমাদেরই দায়িত্ব। তাহলে তোমরা হিন্দুদের উপর ঝাঁপালে কেন? তৃতীয়ত, যদি কোন চুরি-চামারির ঘটনা ঘটে, যদি তোমাদের কোন দামী বা পবিত্র জিনিস চুরি হয়ে যায়, তোমরা যদি তা উদ্ধার করতে না পারো, তাহলে সভ্য দেশে আইন কী বলে? ভারতের আইন কী বলে? থানায় বা পুলিশে অভিযোগ জানাতে হবে। তারা তদন্ত করবে। অপরাধীকে ধরবে। হারানো জিনিস উদ্ধার করবে। তোমরা সেটা না করে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লে হিন্দুদের উপর। তার মানে কী? তার মানে হল এই যে, তোমরা দেশের আইন মানো না। মানতে চাওনা। আইন নিজের হাতে তুলে নিতে দ্বিধা করো না। কিন্তু এই কথাটা তোমাদেরকে স্পষ্ট করে বলার সাহস কারো নেই। হিন্দুর নেই, রাজনৈতিক নেতার নেই, মন্ত্রীর নেই, পুলিশ অফিসারের নেই। তোমরা এটা অন্যায় করছ। কথায় কথায়, যে কোন অজুহাতে আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছ। এটা চলবে না। এটা করলে তোমাদের উপর গুলি চালাবো। এটাই কি নিরপেক্ষ প্রশাসনের কথা হওয়া উচিৎ ছিল না।

প্রথমত, তোমরা প্রতীক পূজার বিরোধী। তাই হজরত মহম্মদের ছবি পর্যন্ত কোথাও নেই। তাহলে হজরত মহম্মদের প্রতীক রাখবে কেন? দ্বিতীয়ত, ওটা আছে মসজিদের ভিতর। মসজিদের দেখাশোনা কে করে? হিন্দুরা তো করে না! তোমরা মুসলমানরাই মসজিদের দেখাশোনা কর। তাহলে সেখান থেকে কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তার দায়িত্ব কার? তোমাদেরই দায়িত্ব। তাহলে তোমরা হিন্দুদের উপর ঝাঁপালে কেন?

এই আজকেই (৯ই জুন, ২০১৭) তো টিভিতে দেখছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী দার্জিলিঙয়ে গোর্খাল্যান্ডের নামে হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া হুমকি দিচ্ছেন। কই, কালিয়াচকে যখন গোটা থানা জ্বলে গেল (৩রা জানুয়ারী, ২০১৬) অথবা ধূলাগড়, নলিয়াখালি, ইলামবাজার ও আরও বহুস্থানে মুসলমানরা থানা জ্বালিয়ে দিল, তাণ্ডব করলো, পুলিশকে পেটালো, তখন তো মমতা ব্যানার্জীকে এই হুমকি দিতে দেখিনি। অথবা ২০০৭ সালে যখন ইদ্রিশ আলির নেতৃত্বে তসলিমাকে কোলকাতা থেকে বিতাড়নের জন্য পার্কসার্কাসে ব্যাপক দাঙ্গা করল মুসলমানরা, ২০১০ সালে দেগঙ্গায় আটটি হিন্দু গ্রাম লুট করলো, কালী মন্দির ভাঙল, পুলিশ ও মিলিটারির গাড়ি পুড়িয়ে দিল - তখনও তো কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে কোন হুমকি দিতে দেখিনি। অর্থাৎ বাঙালি হিন্দুকে হুমকি দেওয়া যায়, গোর্খা নেপালিদেরকে হুমকি দেওয়া যায়, কিন্তু দাঙ্গাবাজ মুসমানদেরকে হুমকি দেওয়া যায় না।

ফিরে আসি ১৯৬৪ সালের কথায়। হজরত মহম্মদের চুল চুরি যাওয়ার অজুহাতে সারা ভারতে ওরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করল। শুধু ভারতে নয়, পাকিস্তানেও বিরাটভাবে হিন্দু নিধন করল। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) হিন্দু গণহত্যা ও হিন্দুদের উপর অত্যাচার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেল। যতদূর মনে পড়ছে তখন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন গুলজারিলাল নন্দা। তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। ঐ দাঙ্গা থামাতে তিনি কতটা কি করেছিলেন, তখন ছোট ছিলাম তাই তা আমার মনে নেই। কিন্তু বেশ কয়েকদিন পর ঐ দাঙ্গা থেমেছিল। সম্ভবতঃ তখনই প্রথম গোপাল পাঁঠার নাম শুনেছিলাম।

আজকে ভাবি, সেই দাঙ্গার পিছনে প্রকৃত কী কারণ ছিল? মহম্মদের চুল চুরি যাওয়া - ওটা ছিল নেহাতই অজুহাত। দাঙ্গার প্রকৃত কারণ সেটা ছিল না। ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগষ্ট দেশ ভাগ হল, ভারতে প্রায় ১/৩ অংশে পাকিস্তান নামে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়ল। স্বাভাবিকভাবে ভারতে তার প্রতিক্রিয়া হবার কথা ছিল। কিন্তু নেহেরু ও গান্ধী এবং তাদের অনুচররা (এদের মধ্যে অনেকেই শ্রদ্ধেয় কংগ্রেসী নেতা) সেই প্রতিক্রিয়া হতে দিলেন না। এই প্রতিক্রিয়া না হতে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া হল গান্ধী হত্যার মাধ্যমে। একান্ত দেশভক্ত নাথুরাম গডসে খুব সুচিন্তিতভাবে গান্ধীকে প্রকাশ্যে হত্যা করলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, গান্ধীর জন্য ভারতের ও হিন্দুদের যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েই গেছে, আরও কিছুদিন এইভাবে গেলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান পর্যন্ত একটা সবুজ করিডোরও দিতে বাধ্য করবেন গান্ধী। সেটা হলে পাকিস্তান যেমন পূর্ব ও পশ্চিম দুইভাগে বিভক্ত ছিল, ঠিক তেমনি খন্ডিত ভারতও আবার একবার বিভক্ত হয়ে যাবে। কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে এরকম একটি করিডোর পাকিস্তানের দাবি ছিল। তাই নাথুরাম গডসে আর দেরি করলেন না দেশকে বাঁচাতে গান্ধী হত্যার বদনাম মাথায় তুলে নিতে।

গান্ধী হত্যার পর গান্ধীভক্ত ও নেহেরুভক্ত কংগ্রেসীরা যারা দেশে হিন্দু মহাসভা ও আরএসএসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই দুই সংগঠনের কার্য্যালয়গুলি ভাঙচুর করল। পাটনাতে আরএসএস কার্য্যালয় ভাঙতে কংগ্রেসী দাঙ্গাকারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। তিনি পরবর্তীকালে '৭০ দশকে আরএসএসের সহযোগী ভূমিকা পালন করে তাঁর পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

গান্ধী হত্যার পর কংগ্রেসীরা দাপালেও মুসলমানরা মাথা নীচু করেই থাকল এবং কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে থেকে চুপ করে মজা দেখতে লাগল। তারপর ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিরাট হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা হল। সারা ভারতে তার কোন প্রতিক্রিয়া হল না। ব্যতিক্রম শুধু বিহারের ভাগলপুর। সেখানে হিন্দুরা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এল, কিন্তু প্রগতিশীল উদার পশ্চিমবঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়া হল না।

তারপর ঘটল আর একটি ঘটনা। ১৯৬২ সালে ভারত চীন যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভারতের শোচনীয় পরাজয় হল। আমাদের ১৪০০০ সৈন্য নিহত হলেন। আমাদের জাতির মাথা নীচু হয়ে গেল। হীনমান্যতা গ্রাস করল সমগ্র জাতিকে। জাতি মানেই হিন্দু।

অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২। মুসলমানরা দেখল ১/৩ অংশ ভারতের ইসলামিকরণের পরেও, ইসলামের হাতে কোটি কোটি হিন্দুর অবর্ণনীয় দুর্দশার পরেও কোন হিন্দু প্রতিক্রিয়া হল না। হিন্দু স্বাভিমান জাগ্রত হল না। বরং হিন্দু নেতা সাভারকর ও গোলওয়ালকারকে জেলে পোরা হল। হিন্দু মহাসভা ও আরএসএসকে নিষিদ্ধ করা হল। এবং তারপর ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদকেও হত্যা করা হল। তার উপর ভারত ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্যুদস্ত হল। ওদিকে চীনের হাতে সজোরে থাপ্পড় খেয়ে নেহেরু পক্ষাগ্রস্ত হয়ে শয্যাশায়ী। এইসব পরিস্থিতির সামগ্রিক পর্যালোচনা করে মুসলমানরা নিজেদের অবস্থানকে যাচাই করে নিতে চাইল। তারা এখানে অন্য সবার মতো সমান নাগরিক, না দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে তাদেরকে থাকতে হবে, নাকি তারা প্রথম শ্রেণীর উপরেও সুপার শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে থাকতে পারবে, তা যাচাই করার জন্যই ১৯৬৪ সালে একটা বাজে অজুহাতে তাদের ঐ সারা দেশে দাঙ্গা বাধানো। ঐ দাঙ্গা করে তারা জল মেপে নিল। ভারতে তাদের অবস্থান অন্যদের থেকে কোনো অংশে কম নয়, বরং একটু বেশি—তারা বুঝে গেল। তারপর থেকে তারা আর পিছন ফিরে তাকায়নি। ক্রমাগত এগিয়ে গেছে। সংখ্যা বাড়িয়ে, চাহিদা বাড়িয়ে, দাবি বাড়িয়ে, আবদার বাড়িয়ে, বেআইনি কার্যকলাপ বাড়িয়ে। লক্ষ্য একটাই- কোরান হাদিস নির্দেশিত গোটা ভারতের ইসলামীকরণ করা।

হিন্দুর মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সারা দেশে ১২টি বড় রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল। তার পিছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে এই কারণটিও যুক্ত ছিল-মুসলমানদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি এবং তার কাছে কংগ্রেসের নতি স্বীকার। কংগ্রেস শাস্তি পেল বটে, কিন্তু দাঙ্গাকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানরা কোন শাস্তি পেল না। এরজন্য দায়ী কে? আমাদের দেশের মুসলিম তোষণকারী ভন্ড সেকুলারবাদীরা।

শহরে বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ, গ্রেফতার ৩

কলকাতার বুকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অস্ত্র কারখানার বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ১৫ই মে সোমবার শহরের সন্তোষপুরে একটি বাড়িতে হানা দেয় সিআইডি ও রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশের একটি যৌথ দল। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বাড়িটি গৌতম রায় নামের এক ব্যক্তির। সেখানে বেআইনি অস্ত্র তৈরি করা হতো। ওই অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ ব্যক্তিকে। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অস্ত্র।

জানা গিয়েছে ধৃত মহম্মদ নসরুল, মহম্মদ ইকবাল ও মহম্মদ সাবির আলম বিহারের বাসিন্দা। ধৃতদের থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ম্যাগাজিন-সহ ৩৮টি পিস্তল ও বন্দুক তৈরি করার সরঞ্জাম। উল্লেখ্য, গত ১০ই মে রাতে স্ট্রান্ড রোডে সিআরপিএফ ক্যাম্পের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয় মোসলেম শেখ ও মহম্মদ শামসুদ নামের দুই ব্যক্তিকে। ধৃতদের থেকে ৭টি দেশি পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ। পরে তাদের জেরা করে হাওড়ায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর দেশী বন্দুক ও কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, কলকাতায় বড়সড় নাশকতা চালাতে পারে জেহাদি সংগঠনগুলি বলে সতর্কবার্তা জারি করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তারপরই শহর জুড়ে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রেল ও মেট্রো স্টেশনে সুরক্ষা আরও মজবুত করা হয়েছে।

হিজবুল জঙ্গি গ্রেফতার ভারত নেপাল সীমান্তে

গত ১৩ই মে লখনউ ফ্রন্টিয়ারের ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ান নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করার মুখে নাসির আহমেদ ওরফে সাদিক নামে হিজবুল মুজাহিদিনের এক জঙ্গিকে গ্রেফতার করল সশস্ত্র সীমাবল (এসএসবি)। তার বাড়ি জম্মু-কাশ্মীরের রামবান জেলায়। রামবান জেলায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত ছিল নাসির আহমেদ। ২০০২ সাল থেকে সে হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত।

২০০৩ সালে নাসির সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন খোয়া প্রদেশে হিজবুল মুজাহিদিন ও আইএসআই-র অধীনে নাসির সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এরপর জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে হামলায় সামিল হয় নাসির। একে-৪৭, একে-৫৬, এসএলআর, রকেট লঞ্চার, গ্রেনেড ছোঁড়ায় নাসির যথেষ্ট দক্ষ।

ভারতে হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে গত ১০ই মে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদ থেকে শারজা হয়ে কাঠমান্ডু পৌঁছায় নাসির। তার সঙ্গে মহম্মদ শফি নামে আর এক হিজবুল নেতা ছিল। কাশ্মীরি শাল ও কার্পেট বিক্রেতার বেশে নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল সে। এসএসবি-র জেরার মুখে এই সত্যি স্বীকার করেছে সে। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে পাকিস্তানি একটি পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছে।

ইসলামিক সন্ত্রাসের শিকার

দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল দেওয়ানগঞ্জে

বাংলাদেশে প্রায়শই মন্দির ও দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙার খবর আসে। এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গেও নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে উঠেছে হিন্দুর মন্দির আক্রমণ ও বিগ্রহ ভাঙার। গত ২৯ মে রাতে এইরকমই চরম বর্বরতার সাক্ষী হয়ে থাকল কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি থানার অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জ এলাকা।

ঘটনার পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ প্রায় মুসলিম অধ্যুষিত দেওয়ানগঞ্জের সার্বজনীন দুর্গামন্দিরের বিগ্রহ ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় হিন্দুরা। তৎসংলগ্ন রাধাকৃষ্ণ ও শিব মন্দিরের বিগ্রহও ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা। খবর পেয়ে হলদিবাড়ি এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার হিন্দু ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ একত্রিত হয়ে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তা অবরোধ করে এবং স্থানীয় বাজার বন্ধ করে দেয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী এসেও অবরোধ তুলতে পারেনি। পুলিশের কাছে ক্ষোভ রোষান্বিত হিন্দুদের দাবি ছিল দুষ্কৃতিদের ধরে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। হিন্দুদের ক্ষোভের আঁচ বাড়তে থাকলে পুলিশ স্নিকারডগ নিয়ে এসে অনুসন্ধান চালিয়েও তদন্তে কোন কিনারা করতে পারেনি। এরপর পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে ২ ঘন্টা চলা অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। একইসঙ্গে স্থানীয় হিন্দুরা প্রশাসনকে জানিয়েছে দুষ্কৃতি গ্রেফতার না হলে তারা আরও বড় আন্দোলনের পথে যাবে।

হলদিবাড়ি থানা এ বিষয়ে স্থানীয় হিন্দুদের পক্ষ থেকে একটা কেস দায়ের করা হয়েছে। যদিও ঘটনার দুদিন পরেওপুলিশ দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার করতে পারেনি। উল্টে ঘটনার সত্যতাকে চাপা দিতে পুলিশ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই ঘটনার পিছনে স্থানীয় এক হিন্দু যুবকের হাত আছে। তাকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ পুলিশ পুরোপুরি বেআইনিভাবে মুসলমানদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। যদি এভাবে অভিযুক্তদের প্রশাসন থেকে আড়াল করার চেষ্টা করা হয় তাহলে সংখ্যালঘুদের এই তাণ্ডব কিভাবে বন্ধ করা সম্ভব হবে। যদি প্রশাসন কিছু না করে তবে স্থানীয় হিন্দুদেরই এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে নিজ হাতে আইন তুলে নিতে হবে। এলাকায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত আছে।

ফেসবুকে 'জয় শ্রীরাম' লেখায় প্রহৃত হিন্দু যুবক

বন্ধুর সঙ্গে তোলা সেলফিতে 'জয় শ্রীরাম' লিখে পোস্ট করেছিল শিবশঙ্কর কামিলা। এই আপাত নিরীহ পোস্টটার জন্য যুবকটিকে গাছে বেঁধে বেধড়ক পেটালো কিছু মুসলিম। পরে পুলিশ এসে দুষ্কৃতিদেরর হাত থেকে যুবকটিকে উদ্ধার করে। আশ্চর্যের বিষয় পুলিশ দুষ্কৃতিদের না গ্রেফতার করে যুবকটিকেই গ্রেফতার করেছে। গত ১৬ই মে সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গাসাগরের ৫নং রাস্তার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অফিসের সামনে। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

খবর পেয়ে কাকদ্বীপের এসডিপিও-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় আসে। নিজ ফেসবুকে 'জয় শ্রীরাম' লেখা নিয়ে কেন যুবককে মারধোর করা হল তা নিয়ে সরব হয়েছেন এলাকার সমস্ত শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। হিন্দু সংহতির কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতি বলেন, ঘটনার প্রতিবাদ হওয়া দরকার। গঙ্গাসাগরে মুসলিমদের বাড়বাড়ন্ত সহ্যের সীমা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের এ হেন আচরণ ধর্মীয় বিদ্বেষ বলেই তিনি উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত সুজিত মাইতির বাড়ি গঙ্গাসাগরে।

শিবশঙ্কর কামিলার স্ত্রী তার স্বামীকে মারধোর করার প্রতিবাদে সাগর কোস্ট্রাল থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু দুষ্কৃতিদের পুলিশ গ্রেফতার করেনি। বরং তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রহৃত যুবক শিবশঙ্করকেই পুলিশ গ্রেফতার করে। তাকে বিভিন্ন জামিন অযোগ্য ধারায় কেস দেয়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শিবশঙ্কর জামিন পায়নি। স্থানীয় হিন্দুরা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও আড়ালে তাদের অভিযোগ, সিপিএম আমলে যেসব মুসলিমরা এলাকায় গুন্ডামি করত আজ সরকার পরিবর্তনে তারাই ভোল বদলে টিএমসিতে ঢুকে এলাকায় গুন্ডারাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বামী আইএসআইয়ের গুপ্তচর, মানব পাচারে যুক্ত ঃ অভিযোগ স্ত্রীর

স্বামী আইএসআইয়ের গুপ্তচর। এমনকি মানব পাচারের সঙ্গেও যুক্ত সে। এমনই অভিযোগ আনলেন খোদ মৌলবির স্ত্রী। উত্তরপ্রদেশের বরেলি হয়ে পাকিস্তানে এবং জেলার সীমান্ত এলাকাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে মানবপাচার করে মৌলবি। স্ত্রীর এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগে ব্যাপক আলোড়ন পড়ে গেছে ওয়াকিবহল মহলে। ইতিমধ্যেই স্ত্রীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মালদা জেলার পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

মালদার মানিকচক থানার নুরপুর গ্রামের ঘটনা। দশ বছর আগে ওই গ্রামের বাসিন্দা মৌলবি এসমুদ্দিন খানের সঙ্গে বিয়ে হয় মানিকচকের কিশোরী নেমাজান বিবির। বিয়ের পরই সে জানতে পারে স্বামী মানবপাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে, এমনকি বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানেও মানব পাচার করত তার স্বামী বলে স্ত্রীর অভিযোগ। বাংলাদেশের এবং পাকিস্তানের লোকেরাও হামেশাই যাতায়াত করত তাদের বাড়িতে। সব জেনেও প্রাণনাশের ভয়ে মুখ খুলতে পারেনি নেমাজান বিবি। এবার তার নিজের দুই সন্তানকেও বিক্রির ছক কষে এসামুদ্দিন। আর তা জানার পরই মৃত্যুর পরোয়া না করে বাড়ি থেকে পালিয়ে মানিকচক পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে সব কথা জানান মৌলবির স্ত্রী।

একইসঙ্গে এসামুদ্দিনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের হয়ে চর বৃত্তির অভিযোগ উঠেছে। যেসব পাকিস্তানি বিভিন্ন সময়ে এসামুদ্দিনের বাড়ি আসত তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হচ্ছে। যাদেরকে পাচার করা হয়েছে, তারাও কোন জঙ্গি সংগঠনের খপ্পরে পড়েছে কিনা তা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে সরকারের পক্ষে। নেমাজান বিবির অভিযোগ, তার দুই সন্তানকে জঙ্গি করার উদ্দেশ্যে চার লক্ষ টাকার বিনিময়ে উত্তরপ্রদেশে বয়েলিতে বিক্রির ছক কষেছিল তার স্বামী। এরপরই তিনি পুলিশের কাছে তাঁর স্বামীর সমস্ত কীর্তিকলাপ ফাঁস কর দেন। তিনি জানান, মানিকচক থানায় অভিযোগ করলেও তারা প্রাথমিকভাবে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এরপর পুলিশ সুপার ও জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানালে পুলিশ নড়েচড়ে বসে। এমনকি, এই বিষয়ে নেমাজান বিবি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। পুলিশ সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে ওই ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে জেলা পুলিশ। যদিও তদন্তের স্বার্থে এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি মালদা জেলা পুলিশ সুপার অর্ণব ঘোষ। এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

১ পাতার শেষাংশ

জমিতে ঘাস তুলতে গিয়ে আক্রান্ত মহিলা
পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ গ্রামবাসীর

গত ২৬শে মে শুক্রবার মালদা মানিকচক থানার অন্তর্গত রায়পাড়া এলাকায় এক মাঝবয়সী মহিলা বোঁচাহি এলাকায় জমিতে ঘাস তুলতে গিয়েছিল। অভিযোগ, সেই সময়ে স্থানীয় দুই যুবক ঈদুল শেখ ও তাহির শেখ ওই মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ মহিলা কোনক্রমে নিজেকে বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। পরিবারের সকলের কাছে সমস্ত কথা বললে পরদিন অর্থাৎ শনিবার নির্যাতিতা মহিলার পরিবারের পক্ষ থেকে মানিকচক থানায় এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

থানায় ধর্ষণের চেষ্টার মতো অভিযোগ দায়ের করার পরেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি পুলিশ প্রশাসন। উপরন্তু মামলা তুলে নিতে অভিযুক্তরা হুমকি দিতে থাকে নির্যাতিতা ও তার পরিবারকে। অভিযোগ, অভিযুক্ত ঈদুল ও তাহির সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে নির্যাতিতার বাড়ি গিয়ে বারবার হুমকি দিচ্ছে এবং অভিযোগ তুলে না নিলে প্রাণে মেরে ফেলার কথাও বলছে। এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোন অজানিত কারণে সম্পূর্ণ নীরব থেকে দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের কোন চেষ্টাই করছে না।

ঘটনার পর থেকেই গ্রামবাসীরা দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের দাবিতে সবর হয়ে উঠেছিল। এবার পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ২৯শে মে সোমবার নির্যাতিতা মহিলার পরিবার ও গ্রামবাসীরা মানিকচক থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। মানিকচক থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কুনালকান্তি দাস দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে কয়েকঘন্টা ধরে চলা এই বিক্ষোভ তুলে নেয় গ্রামবাসীরা।

জোর জবরদস্তি জমি দখল জয়নগরে

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত বকুলতলার পাতপুকুর গ্রামে রবিরাম মন্ডলের বেশ কিছুটা শালি জমি আছে। সামনে পি.ডব্লু.ডি-র জায়গায়ও রবিরামবাবুরা বহুদিন যাবৎ ভোগ করে আসছেন। অভিযোগ গত মাসে এলাকার মুসলিমরা জোর পূর্বক পি. ডব্লু. ডি-র জায়গায় দোকানঘর নির্মাণ করতে শুরু করে। সেইসঙ্গে তারা রবিরামেরও বেশকিছুটা শালি জমি দখল করে নিয়েছে বলে জানা গেছে।

পাতপুকুর গ্রামে পিতা তরণীকান্ত মন্ডলের আমল থেকে শালি জমির সঙ্গে বেশ কিছু পি.ডব্লু.ডি-র জায়গা নিজেদের দখলে নিয়ে ভোগ করছিলেন রবিরাম মন্ডল। কিন্তু গত মাসে নাসির গাজী, জাকির গাজী, হাসেম গাজী, মহাম্মদ গাজী, রসিদ মোল্লা, এবাদুল্লা লস্কর পি.ডব্লু.ডি-র জায়গায় দোকানঘর তৈরি করতে শুরু করে। তাদের বাধা দিতে গেলে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ করেন রবিরাম মন্ডল। এমনকি রবিরামবাবু-র শালি জমিরও অংশও তারা দখল করে নিয়েছে বলে রবিরাম মন্ডল জানান। এরপর তিনি বকুলতলা থানায় তার জমি দখলের একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে জয়নগর থানার পুলিশ এসে বেশকিছু অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেয়। প্রশাসন থেকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এভাবে কোন অবৈধ নির্মাণ করা যাবে না। সমস্ত দোকানঘর সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা যায়, অক্ষত দোকানঘরগুলি মুসলমানরা সরিয়ে নেয়নি। পুলিশ-প্রশাসনকে এ ব্যাপারে জানালে কোন অজ্ঞাত কারণে এবারে কিন্তু পুলিশ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাবের ফলেই প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না। এরফলে মুসলমানরা একের পর এক সরকারি পি.ডব্লু.ডি-র জায়গা দখল করে নিচ্ছে এবং রাস্তার উপরে তাদের যথেচ্ছ অধিকার তৈরি হচ্ছে। কোনোরকম বাধাই তারা মানছে না। এভাবেই এলাকায় হিন্দুরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

গ্রেফতার করা হল হিন্দু সংহতি কর্মীদের

তল্লাশি না চালিয়েই পুলিশ সেখান থেকে অস্ত্র কিভাবে উদ্ধার করলো। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া টাকা ফেক্ বলে চালাবার চেষ্টা করছে পুলিশ। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে মুসলমানদের আক্রমণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সমুদ্রগড়ের তাঁতী সম্প্রদায়ের মানুষ। এরপরই সেখানে হিন্দু সংহতির কাজ শুরু হয় এবং বিগত বছরগুলোতে সংখ্যালঘুদের সমস্ত অন্যায়ের যোগ্য জবাব তারা দিয়েছে। সঞ্জিতদের সক্রিয় ভূমিকার কাছে বারবার মাথা নত করতে হয়েছে মুসলিম দুষ্কৃতিদের। সংহতি কর্মীরা এলাকার সাধারণ হিন্দুর আশা ভরসা হয়ে উঠেছে। হিন্দু সংহতিকে এলাকায় দুর্বল করতে সংখ্যালঘুদের চাপে বলেন, সমুদ্রগড়ে হিন্দু সংহতিকে রুখতে ও তাদের মনোভাব ভেঙে দিতে এই চক্রান্ত। কিন্তু এভাবে হিন্দু সংহতিকে রোখা যাবে না। সংহতির পক্ষ থেকে এই অন্যায় গ্রেফতারের প্রতিবাদ করা হবে। আগামী দিনে সমুদ্রগড়ে সংহতির কর্মীরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে বলে তিনি জানান।

সংহতি কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে গত ৯ই জুন সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সমুদ্রগড় বাজার এবং কালনা রোড সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রাখে স্থানীয় হিন্দুরা। কলকাতা থেকে হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি দেবদত্ত মাজী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

১ পাতার শেষাংশ

উত্তেজনা বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে

পূর্বস্থলী থানার আইসি সোমনাথ দাস কড়া ব্যবস্থা নেওয়ায় সংঘর্ষ বেশি দূর এগোতে পারেনি।

এরপর থানা থেকে উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজনকে নিয়ে থানায় একটি মিটিং করা হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। হিন্দু মুসলমান উভয়েরই চারজন করে ব্যক্তির নাম থানা জমা নেয়। জানিয়ে দেওয়া হয় কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। এরপর হিন্দুরা তাদের সাংস্কৃতিক অনষ্ঠান নির্বিঘ্নে করে। এলাকায় একটা চাপা উত্তেজনা থাকলেও কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

মন্তেশ্বরে ধর্মরাজের পুজো নিয়ে উত্তেজনা

গত ৯ই জুন ধর্মরাজের পুজোকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল মন্তেশ্বরের ধেনুয়া গ্রামে। ঘটনার সূত্রপাত গ্রামের বড়োগড়ের পুকুরপাড়ে ও অন্য আর একটি স্থানের পাশে থাকা ধর্মরাজের বেদিপুজোকে কেন্দ্র করে অশান্তি।

ধর্মরাজ পুজো কমিটির সদস্যদের অভিযোগ, গত শুক্রবার এলাকায় তৈরি হয়। যাতে কোনওরকম গন্ডগোলের পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য পুজোর আগে থেকেই মন্তেশ্বর থানায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, শুক্রবার একটা নাগাদ ওই বেদিতে পুজো নিয়ে যাওয়া যাবে। ভাঁড়াল নাচেরও অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু পুজো নিয়ে যাওয়ার সময় ঢাক বাজিয়ে ভাঁড়ালনাচ করা যাবে না বলে বেশ কয়েকজনের আপত্তি জানান। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও মন্তেশ্বর থানার পুলিশ সাময়িকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সূত্রের খবর গত ২৫ বছর আগেও এই পুজোকে কেন্দ্র করে অশান্তি হয়েছিল।

ধর্মরাজের পূজারী ও পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য বলেন জিতেন্দ্র বাগ বলেন, 'ওরা চায় আমাদের পুজো দেরিতে হোক। আর ভাঁড়ালনাকে ঢাক বাজানো যাবে না। শেষ পর্যন্ত পুজো হয়েছে ঠিকই কিন্তু মহিলা ও সন্ন্যাসীদের ভয় দেখানোর পাশাপাশি রাতে অন্ধকারে বোমাবাজিও করেছে দুষ্কৃতিরা। এলাকার শান্তি বজায় রাখার জন্য মাইক খুলে দেওয়া থেকে শুরু করে পুজো করে দেওয়া হয়। পুলিশ কোন কড়া পদক্ষেপ না নিয়ে ২৮ জন অসহায় নিরীহ হিন্দুদের শনিবার গভীর রাতে ও রবিবার সকালে ধরে নিয়ে যায়। এমনকি প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে রবিবার দুপুর দুটোর মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের যেন অন্যকোনও জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।' তাঁর অভিযোগ, দুষ্কৃতিদের কাছে বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র মজুত থাকার পাশাপাশি অন্যান্য জায়গার লোকজনও অনেক ছিলো।

সূত্রের খবর, পুলিশের অভিযোগ ধৃতদের কাছ থেকে কিছু বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র রবিবার সকালে উদ্ধার করেছে। রবিবার কালনা আদালতে ধৃতদের তোলা হয় এবং তাদের জেল হেফাজত হয়েছে বলে জানা যায়।

হাওড়ার বাউড়িয়ায় মনসা পূজায় মুসলিম তাণ্ডব

হিন্দুর প্রতিজ্ঞা 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত বাউড়িয়ায় মনসা পুজো চলাকালীন ওখানকার স্থানীয় মুসলমানরা তান্ডব চালালে এলাকাবাসী তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ঘটনার জেরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মারামারি হয়, যাতে উভয়পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। গত ৩রা জুন বাউড়িয়ায় পাঁচলাইন কটন মিল মাঠে এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল এলাকাবাসী।

বাউড়িয়া এলাকার পাঁচ লাইন সংলগ্ন কটন মিল মাঠ যা বহুদিন ধরেই স্থানীয় মুসলমানদের ল্যান্ড জেহাদের শিকার। দীর্ঘ কিছু বছর ধরে কটন মিলের লেবার লাইন ও পরিত্যক্ত জায়গা দখল করে ল্যান্ড জেহাদের মাধ্যমে নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে স্থানীয় কিছু মুসলমান ও বাইরে থেকে মুসলমানদের নিয়ে এসে মাঠের জায়গা দখল করে মুসলমান বস্তি গড়ে তুলছে ধীরে ধীরে। গোটা বাউড়িয়ার মধ্যে এই জায়গাটা আটকামরা নামে খ্যাত। ধীরে ধীরে রাস্তার ধারে প্রথমে হাড়ি বসিয়ে খাজা বাবা মাজার প্রতিষ্ঠা করে। তারপর সেটাকেই মসজিদ রূপে গড়ে তুলে সকাল সন্ধ্যে প্রকাশ্যে মাইক বাজিয়ে একদিকের রাস্তা বন্ধ করে মিলাদের নামে হিন্দুধর্মকে কটূক্তি ও দেশ বিরোধী আলোচনা করে। এই কটন মিল মাঠের দুই প্রান্তে হিন্দুদের দুটি মন্দির আছে। একদিকে শিব মন্দির আর অন্য দিকে মনসা মন্দির। অপর দুই কোণে মুসলমানদের একটি নবনির্মিত মসজিদ ও খাজা বাবা আছে। যদিও এই খাজা বাবার স্থানটি ধীরে ধীরে আর একটি মসজিদের রূপান্তর করার প্রচেষ্টা চলছে।

মাস ছয়েক আগে প্রথম ওই শিব মন্দিরের মাইক চালানো নিয়ে বাধা দেয় এলাকার মুসলমানরা। এলাকার হিন্দুরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয় এবং প্রশাসনিক তৎপরতায় তা বানচাল হয়ে যায়। বর্তমানে সকাল সন্ধ্যে নিয়মিত শিবের ভজন হয়। এই মাসের ৩রা জুন, শনিবার এই মাঠের অপর প্রান্তে অবস্থিত মনসা মন্দিরে ধুমধাম করে বাৎসরিক পূজার আয়োজন করা হয়েছিলো। সেই উপলক্ষে দুপুরে দণ্ডি কাটার সময় বারে বারে দণ্ডি কাটার জায়গায় কিছু মুসলমান ছেলে বাইক নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে যাওয়া আসা করতে থাকে। তখন স্থানীয় হিন্দু ছেলেরা ওদের আপত্তি করলে ওরা ওইসময় ওইস্থান থেকে চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রায় একশো জন মুসলিম সশস্ত্রভাবে ওইস্থানে জমায়েত করে। কিন্তু হিন্দু মা বোনেরা ও এলাকার হিন্দু ছেলেরা রুখে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। দুপক্ষের হাতাহাতিতে তিনজন মুসলমান ও একজন হিন্দু আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশাসন এসে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। কিন্তু যাওয়ার সময়ে মুসলমানেরা হুমকি দিয়ে যায় যে কিভাবে এই মনসা ঠাকুর বিসর্জন হয়ে দেখে নেবে।

সোমবার সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুর বিসর্জনের সময় পরিকল্পনা মাফিক বাধা দেয় মুসলিমরা। কিন্তু বাউড়িয়া থানা প্রশাসন আগে থেকেই তৈরি হয়ে শক্ত হাতে সমস্ত পরিস্থিতি সামাল দেন এবং সুস্থভাবে প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন করতে সহায়তা করেন। কিন্তু বর্তমান ওই এলাকার মুসলমানরা প্রতি মুহূর্তে পায়ে পা তুলে ঝামেলা লাগানোর প্রচেষ্টা করছে। ওরা প্রতিশোধ চায়। কিন্তু ওই এলাকার হিন্দুরাও ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংকল্প নিয়েছে ''বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী''।

জোর করে জমি দখলের চেষ্টা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবারের অন্তর্গত রায়দিঘিতে অমল মন্ডলের বিঘে দুয়েক জমি আছে। সূত্রে প্রকাশ, অমল মন্ডল যখন তার জমি চাষ করছিলেন তখন কয়েকজন মুসলিম এসে তাকে চাষ করতে বাধা দেয়। প্রতিবাদ করাতে মারধোরের অভিযোগও উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, অমল মন্ডল রায়দিঘির হিন্দু সংহতির মহিলাকর্মী রেণুকা মন্ডলের স্বামী।

গত ২৪ শে মার্চ বেলা ৮ টার সময় অমল মন্ডল তার জমিতে চাষ করতে যায়। এমন সময় সইদুল ঘরামি (পিতা-জিয়াদ ঘরামি) দুই তিন জন মুসলিমকে তার জমিতে এসে চাষ বন্ধ করতে বলে। তাদের কথা না শুনলে অকথ্য ভাষায় তারা গালিগালাজ করতে থাকে। এমনকি অমল মন্ডলকে তারা চড়-থাপ্পরও মারে। অমলবাবু প্রতিবাদ করলে সকলে মিলে তাকে জমিতে ফেলে কিল-ঘুষি-লাথি মারে। এই অবস্থায় অমলবাবু চিৎকার করলে আসপাশের জমি থেকে চাষিরা এসে তাকে উদ্ধার করে। যাওয়ার আছে সইদুলরা শসিয়ে যায় যে এই মাটিতে চাষ করলে মেরে ফেলবে। অথচ জমির কাগজপত্র, দাগ-খতিয়ান সবই অমল মন্ডলের নামে রেকর্ড আছে সরকারি খাতায়।

একইরকমভাবে ১২ই এপ্রিল আবার আক্রমণ হয় অমল মন্ডলের উপর। হাজদাব শেখ, সিরাজ শেখ ও লালা পাড়ার আরও ৮-১০ জন আনুমানিক বিকাল ৪টার সময় যন্ত্রচালিত ভ্যান থেকে অমল মন্ডলের জমিতে মাটি ফেলছে। অমলবাবু বারণ করা সত্ত্বেও তার কথা না শুনে তারা মাটি ফেলতে থাকে। তখন তিনি বাধা দিতে গেলে কোদাল, লোহার রড ও লাঠি নিয়ে অমল মন্ডলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপক মারধোর করে। কিন্তু এমন সময় রেণুকা মন্ডল ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলে অমলবাবু প্রাণে বেঁচে যান।

পরে অমল মন্ডল ও রেণুকা মন্ডল রায়দিঘি থানায় দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ জানায়। সেই মতো রায়দিঘি থানা উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করে (ধারা ৪৪৭, ৩২৩, ৩২৫, ৫০৬, ৩৪/আইপিসি)। কিন্তু দুষ্কৃতিরা এলাকায় প্রভাবশালী বলে জানায় রেণুকা মন্ডল। এখানে জোর যার মুলুক তার চলছে। জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও জমিতে চাষ করতে গিয়ে বাধা পেতে হচ্ছে, মার খেতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় তারা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বলে জানান রেণুকা মন্ডল।

বরকতির দেশ বিরোধী মন্তব্য

ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করার চক্রান্ত চলছে। আর এ রকম চললে ভারতে বসবাসকারী ২৫ কোটি মুসলমান চুপ করে থাকবে না। তারা পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করবে। দেশ বিরোধী এমনই মন্তব্য করে সমলোচনার ঝড়ের সামনে পড়লেন টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতির । একই সঙ্গে গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার নিয়ে বরকতি যে মন্তব্য করেছেন তাকে ধিক্কার জানিয়েছে একাধিক জাতীয়তাবাদী সংগঠন।

গত ৯ই মে প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এমন দেশবিরোধী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নূরুর রহমান বরকতি, যিনি টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম। 'অল ইন্ডিয়া মজলিস এ সুরার'-এই অনুষ্ঠানে বরকতি লালবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে যান। গত ১লা মে থেকে লালবাতি লাগানো ভিআইপি গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে নেতা-মন্ত্রীদের। এমনকি প্রধানমন্ত্রী নিজে লালবাতি গাড়ি ব্যবহার করবেন না বলে জানিয়েছেন। তারপরও বরকতি লালবাতি গাড়ি কেন ব্যবহার করছেন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাকে লালবাতি গাড়ি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের লালবাতির ব্যবহার বন্ধ করার কোনও অধিকার নেই। দেশের অন্য প্রান্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গ আলাদা। এখানে রাজ্য সরকার আইনকানুন ঠিক করেন। সেই নির্দেশ মেনেই লালবাতি ব্যবহার করছি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এসেও যদি আমাকে লালবাতি ব্যবহারে বারণ করেন, তাহলেও আমি তাঁর কথা শুনবো না।

টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম নূরুর রহমান বরকতির এরূপ মন্তব্য দেশবিরোধী বলে কেউ কেউ মনে করে। সংবিধান অনুযায়ী ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। তাই এখানকার আইন ভারতীয় আইন মেনেই চলবে। কিন্তু বরকতির বক্তব্যে সংবিধানকে অস্বীকার ও অপমানের দিকটি স্পষ্ট। দেশের একজন নাগরিক হয়ে সংবিধান বিরোধী কথা বলার জন্য তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তোষণ করার রাজনীতি যে রাজ্যকে (পশ্চিমবঙ্গ) গ্রাস করে নিয়েছে, সে রাজ্যের প্রশাসন ইমাম বরকতির মতো শক্তিশালী মুসলিম ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে কতখানি আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে, এখন সেটাই দেখার।

গৃহবধূর শ্লীলতাহানি ঃ উত্তপ্ত জামুড়িয়ার কৈখী গ্রাম

আসানসোলের কাছে জামুড়িয়া থানার কৈখী গ্রামে এক আদিবাসী গৃহবধূর শ্লীলতাহানির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো। শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হলেন গৃহবধূর স্বামী। ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তরা গৃহবধূ ও তার স্বামীর উপর চড়াও হয়ে তাদের মারধোর করে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি তাদের বাড়িও ভাঙচুর চালায় অভিযুক্ত মুসলিম যুবকেরা। গত ১৪ মে রবিবার এমনই ঘটনা ঘটেছে জামুড়িয়ার কৈখী গ্রামে।

নির্যাতিতা আদিবাসী গৃহবধূটি জানায়, রবিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ শৌচকর্ম করার জন্য পুকুরে যাচ্ছিল। তখন পাড়ার যুবক শেখ বুলবুল তার হাত ধরে টানে ও তাকে কুপ্রস্তাব দেয়। গৃহবধূটি কোনরকমে তার হাত ছাড়িয়ে বাড়ি ফিরে সমস্ত ঘটনাটি স্বামীকে জানায়। গৃহবধূর স্বামী প্রতিবাদ করতে গেলে শেখ বুলবুলের সঙ্গে তার হাতাহাতি হয়। সেই সময়ে অভিযুক্ত পালিয়ে গেলেও পরে এলাকার আট-দশজন মুসলিম যুবক নিয়ে সে গৃহবধূর বাড়িতে চড়াও হয়। তার স্বামীকে মারধোর করতে থাকে। গৃহবধূ বাধা দিতে গেলে তাকেও মারা হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি ভাঙচুর চালানো হয় নির্যাতিতার বাড়িতে। এরপর নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয়রা অভিযুক্তদের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ করে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে থানায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।

কিন্তু দোষীদের গ্রেফতার করার পরিবর্তে নির্যাতিতার স্বামীকে উল্টে আটক করে পুলিশ। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয় মানুষজন। অভিযোগকারীরা নির্যাতিতার স্বামীকে ছাড়ার ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে জামুড়িয়া থানায় দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অবশেষে পুলিশ মূল অভিযুক্ত শেখ বুলবুলকে গ্রেফতার করে। এরপর স্থানীয়রা বিক্ষোভ তুলে নেয়। যদিও ঘটনায় জড়িত অন্য অভিযুক্তরা এখনও অধরা।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি হচ্ছে এবং হিন্দুরা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। বহু এলাকায় এইরকম ঘটনা ঘটছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন ডি জি পি সিংহ পুরুষ কে.পি.এস গিল। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। গত ২৬শে মে, শুক্রবার ৮২ বছর বয়সে নিজবাসভবনে তিনি পরলোক গমণ করেন। উল্লেখ্য, ২০১৪ ও ২০১৭-র হিন্দু সংহতির বার্ষিক সভায় তাঁর আসার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেননি। তবে ২০১৭ তিনি একটি ভিডিও টেপের মাধ্যমে হিন্দু সংহতিতে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়।

বিগত শতাব্দীর আশির দশকে খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের দ্বারা পাঞ্জাব অশান্ত হয়ে ওঠে। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারত থেকে পাঞ্জাবকে বিচ্ছিন্ন করে স্বায়ত্তশাসন মূলক স্বাধীন অঞ্চল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা। তাদের মূল মদতদাতা ছিল পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। খুন, জখম, লুটপাট, ধর্ষণ-পাঞ্জাব তখন অশান্তির আগুনে জ্বলছে। ভারত সরকার বহু চেষ্টা করেও বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ। এমন সময় ত্রাতার ভূমিকায় পাঞ্জাবের দায়িত্ব নিলেন কে.পি.এস গিল। ডি জি পি পদে বসেই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিলেন তিনি। উগ্রপন্থাকে নির্মূল করে পাঞ্জাবে শান্তি ফিরিয়ে আনতে তিনি সফল হন। ভারতমাতার এই বীর সন্তান একক প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবকে ভারতেই একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে ধরে রাখতে সমর্থ হন। বর্তমানে পাঞ্জাবের সমৃদ্ধিতে গিল সাহেবের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর মৃত্যুতে দেশ এক কৃতী সন্তানকে হারালো। তাঁর অমর আত্মা চিরশান্তি পায়, হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে এই প্রার্থনা।

কাটোয়ায় রামনবমী মিছিলে হামলা

গত ৫ই এপ্রিল বর্ধমান শহরের কাটোয়ায় হিন্দু সংহতির সহযোগিতায় বিশাল রাম নবমীর মিছিল বের হয়। এলাকার সর্বস্তরের নারী-পুরুষ এই মিছিলে যোগদান করে। সূত্রের খবর, মিছিল গোটা শহর ঘুরে বাসস্ট্যান্ডের কাছে যখন আসে তখন উল্টো দিক থেকে তিনটি বাইকে ছয় জন মুসলিম যুবক আসছিল। তাদের বাইকের গতি একটু বেশিই ছিল। মিছিল থেকে তাদের একটু আস্তে চালাতে বললে তারা তা উপেক্ষা করে এবং দেখে নেবো, বুঝে নেবো বলে শাসায়। এই সময় মিছিলের কয়েকজন যুবকের সঙ্গে মুসলিম যুবকগুলো বচসায় জড়িয়ে পরে। রাজেশ শেখ নামক এক যুবক পিস্তল বের করে এবং মিছিলের পিছনে থাকা দু-এক জনকে মারধোর করে। হিন্দু দেব-দেবীদের নামেও তারা গালিগালাজ করেছে বলে স্থানীয় অভিযোগ। খবর পেয়ে হিন্দু সংহতির কর্মীরা ছুটে এসে প্রতিবাদ করে। উভয়ে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। হুজুর শেখের ছেলে মুক্তো শেখ, রাজেশ শেখ, হাসান শেখ ও আরো অনেকে মার খেয়ে বাইকগুলো ফেলে পালায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং সমস্ত শোনার পর মুসলমানদের অভিযোগ সত্ত্বেও একজনও হিন্দুর বিরুদ্ধে কোন কেস দায়ের করে না।

কিন্তু পরদিন মুসলমানরা এলাকার এক হিন্দু যুবক বান্টি হাজরাকে দিয়ে কাটোয়া থানায় এক কেস দায়ের করে (কেস নং-১৪৮/১৭, ৬/৪/২০১৭)। উনিশ জনের নামে কেস করা হয়। তার মধ্যে তৃণমূলের রাজ্য শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা কৈলাশ শর্মার নামও আছে। এছাড়া দেবাশীষ হাজরা, বিট্টুরাম, বীথিরাম, রাজুরাম, হেমন্ত হাজরা, পলাশ হাজরা, পাপ্পু পাল, পুষ্প দাস, রাজেশ মাঝি, কাজল ঘটক সহ আরো অনেকে। এদের অনেকেই এলাকায় হিন্দু সংহতির কর্মী বলে পরিচিত।

কিন্তু কেস দায়ের করার পরও প্রশাসন এই মিথ্যা কেসে প্রাথমিকভাবে কাউকে গ্রেফতার করেনি। পরে মুসলিমদের চাপে রাজেশকে পুলিশ গ্রেফতার করে। কিন্তু বান্টি কাটোয়া থানায় গিয়ে হিন্দুদের নামে করা কেসটি প্রত্যাহার করে নিলে রাজেশ জামিন পেয়ে যায়। ঘটনার পর এলাকায় দীর্ঘদিন একটা চাপা উত্তেজনা ছিল।

নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাকিস্তান হামলা চালিয়েই যাচ্ছে

রাজৌরি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাকিস্তান হামলা চালিয়েই যাচ্ছে। গোলা ও মর্টার হামলায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ঘরবাড়ি। নিরাপত্তার খাতিরে এক হাজার বাসিন্দাকে সরানো হয়েছে। তবে ভারতীয় সেনাও মুখ বুজে বসে নেই। তারাও পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছে। পাকিস্তানি মর্টারের আঘাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে তিন।

সেনাসূত্রে জানা যায়, রবিবার (১৪ই মে) রাজৌরি সেক্টরে সকাল ৭টা থেকে ছোট বন্দুক আর ৮২ ও ১২০ মিলিমিটার মর্টার দিয়ে নাগাড়ে হামলা চালায় পাক সেনা। এর ফলে তছনছ হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণরেখার আশেপাশের সাতটি গ্রাম। বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। একই কারণে জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় একইদিনে ৮৭টি স্কুল বন্ধ করে দিতে হয়। পাক মার্টার হামলায় পড়ুয়াদের জীবনের ঝুঁকির কথা ভেবেই নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর থাকা স্কুলগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। গত ১০ই মে থেকে এনিয়ে তিনবার সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। প্রসঙ্গত গত একবছরে ২৬৮ বার সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের এই হামলার পিছনে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঢোকানো এবং কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দেওয়ার পরিকল্পনার দিকটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকায় সার্বিক নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছে নিরাপত্তা বিভাগ। দক্ষিণ কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের মাথাচাড়া দেওয়ার তথ্য সামনে আসার পর এনিয়ে নড়েচড়ে বসেছে দেশের সুরক্ষা বিভাগ।

ভারতীয় সেনাসূত্রে জানা গেছে পাকিস্তানের বারবার সংঘর্ষ বিরতি ভেঙে হামলা চালানোকে সহ্য করা হবে না। ভারতীয় সেনাও এর যোগ্য জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত । সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদকে নির্মূল করা ও সন্ত্রাসমুক্ত কাশ্মীর গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য বলে সেনা সূত্রে জানা গেছে।

স্বদেশ সংহতি সংবাদ-পূজা সংখ্যার জন্য গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক পাঠান।

হিন্দু দম্পতিকে কটূক্তি

যোগ্য জবাব দিল হিন্দু সংহতির কর্মীরা

মার্কেটিং করে ফেরার পথে মুসলিম দুষ্কৃতি দ্বারা আক্রান্ত হল হিন্দু দম্পতি। তাদেরকে মারধোর করার অভিযোগও উঠেছে। গত ২০ মে উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগর থানার অন্তর্গত ভারশাল অঞ্চলে এমনই ঘটনা ঘটেছে বলে সূত্রের খবর।

আদপে হরিণঘাটা অঞ্চলের বাসিন্দা বিরাজ মন্ডল ও তার স্ত্রী সুপ্রিয়া অশোকনগর বাজারে জামাকাপড় কিনতে যায়। জামাকাপড় কিনে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ অটো করে তারা বাড়ি ফিরছিল। ভারশাল নামক একটি স্থানে কিছু মুসলিম যুবক একটি চায়ের দোকানে আড্ডা মারছিল। ঐ চায়ের দোকানের সামনে এক প্যাসেঞ্জার নামলে মুসলিম যুবকেরা অটোয় বসা সুপ্রিয়া মন্ডলকে দেখতে পায়। সাহেব মন্ডল নামে এক মুসলিম যুবক সুপ্রিয়া মন্ডলকে কটূক্তি ও অশ্লীল ইঙ্গিত করলে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। তখন সাহেব মন্ডল ও তার এক সঙ্গী সুপ্রিয়ার হাত ধরে জোর করে অটো থেকে নামায়। তার স্বামী বিরাজ বাধা দিতে গেলে তাকে অভিযুক্তরা মারধোর করে। সুপ্রিয়া মন্ডলকেও মারধোর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে হিন্দু সংহতির কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে। সাহেব ও তার সঙ্গীকে সেখানে পেয়ে তাদের এরূপ আচরণের প্রতিবাদ করে। উভয়ে বচসার মধ্যে জড়িয়ে পড়লে হিন্দু সংহতির কর্মীরা সাহেব ও তার সঙ্গীকে মারধোর করে। এরপর সুপ্রিয়া মন্ডলকে নিয়ে অশোকনগর থানায় অভিযুক্তদের নামে একটি কেস দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে অশোকনগর থানার আইসি সাহেব মন্ডলকে সেই রাতেই গ্রেফতার করে। কোর্টে তোলা হলে আদালত তাকে জামিন না দিয়ে জেলে পাঠায়। ২৩ মে পাল্টা মুসলিমরা হিন্দু সংহতির কর্মীদের নামে একটা কেস অশোকনগর থানায় দায়ের করে। পরদিন সংহতির কর্মীরা কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে যায়।

মন্দির অপবিত্র করল সংখ্যালঘু দুষ্কৃতিরা

ইসলাম ধর্ম যে অন্যকোন ধর্মকে সম্মান করতে শেখেনি তার আবার প্রমাণ পাওয়া গেল। গত ১১ই মে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের এক মন্দির অপবিত্র করলো মুসলিম সমাজের লোকেরা। ঘটনার পর এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ছাতনা বাজারের কাছে একটি বজরংবলীর মন্দির আছে। সূত্রের খবর, ১১ মে সন্ধ্যাবেলায় স্থানীয় মুসলিমরা মন্দিরে ভাঙচুর চালায়। এমনকি মল-মূত্র ফেলে মন্দির প্রাঙ্গন তারা অপবিত্র করে। বিষয়টি নজরে আসতেই হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নামে। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে। এক সময় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ বচসায় জড়িয়ে পড়ে। খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে বিভিন্ন এলাকা থেকে গাড়িতে করে রড, লাঠি, তলোয়ার নিয়ে মুসলমানরা ছাতনা বাজারে উপস্থিত হয়। একটা বড়সড় দাঙ্গা লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েই তারা যে ছাতনা বাজারে আসে , তা স্থানীয়সূত্র মারফত জানা যায়। কিন্তু প্রশাসনের তৎপরতায় তা বড় আকার ধারণ করতে পারেনি। এলাকার পরিস্থিতি এখনও থম্‌থমে।

পড়ে ফেরার পথে ছাত্রী আক্রান্ত

গত ১৮ই মে টুম্পা মন্ডল (পিতা-অসিত মন্ডল) নামে এক স্কুল ছাত্রী সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ প্রাইভেট টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরছিল। পথে উজ্জ্বল খাঁ (পিতা-মাদাই খাঁ) নামে এক মুসলিম যুবক তার পথ আটকায়। টুম্পা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইলে উজ্জ্বল খাঁ তার হাত ধরে টানে এবং তাকে অশ্লীল প্রস্তাব দেয়। প্রাথমিকভাবে ঘাবড়ে গেলেও টুম্পা তার হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করে ও চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। ঘটনাচক্রে পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল কতগুলো হিন্দু সংহতির ছেলে। চিৎকার শুনে তারা ঘটনাস্থলে আসে। টুম্পার মুখে সব শুনে উজ্জ্বলকে তারা মারধোর করে। উজ্জ্বলের পক্ষ থেকে হরিণঘাটা থানায় ৫ জন সংহতি কর্মী নামে একটি কেস দায়ের করে। পাল্টা সংহতি কর্মীরা উজ্জ্বল খাঁর নামে হরিণঘাটা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করে। হিন্দু সংহতির কর্মীরা থানায় একজনকে সারেন্ডার করিয়ে পরদিনই কোর্ট থেকে জামিন করিয়ে নেয়। পুলিশ সংহতি কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে উজ্জ্বল খাঁকে গ্রেফতার করেছে। তাকে কোর্টে তোলা হলে বিচারক তার জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। সংহতি কর্মীদের পক্ষ থেকে টুম্পার পরিবারকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীরের রামপুরে নিকেশ ৪ জঙ্গি

ত্রাল সেক্টরে চলছে গুলির লড়াই

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ফের বড়সড় সাফল্য পেল ভারতীয় সেনা। কাশ্মীরের রামপুর সেক্টরে ৪ জঙ্গিকে গুলি করে মারল সেনা জওয়ানরা। অপরদিকে, সাইমু ত্রালে তিন জঙ্গিকে ঘিরে ফেলেছিল সেনা। গুলির লড়াই চলেছে।

চলতি মাসের শুরু থেকেই জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গিদের খোঁজে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালাচ্ছে সেনা। বাড়ানো হয়েছে সীমান্তের নিরাপত্তা। তাতেই ২৭ মে, শনিবার এই সাফল্য। এদিন উপত্যকায় হিংসা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে রামপুর সেক্টর থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে থাকে জঙ্গিরা। কিন্তু ভারতীয় জওয়ানদের তৎপরতায় তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেনার গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় ৪ জঙ্গি। গোটা এলাকা ইতিমধ্যে ঘিরে ফেলা হয়েছে। আর কোনও জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে কিনা, তার জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা।

অন্যদিকে, জম্মু-কাশ্মীরের ত্রাল সেক্টরে সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই অব্যাহত। তিন জঙ্গিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে সেনা। টুইট করে জানিয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের ডিজিপি। গোপন সূত্রে জঙ্গিদের ডেরায় খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তারপরেই চারদিক থেকে ওই জঙ্গিদের ঘিরে ফেলে ভারতীয় সেনার জওয়ানরা। শেষ পাওয়া খবর অবধি, দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই এখনও চলছে।

এর আগে শুক্রবার (২৬শে মে) উরি সেক্টরে জঙ্গি অনুপ্রবেশের ছক করেছিল ভারতীয় সেনা জওয়ানরা। সন্ত্রাসবাদীরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল এবং তাদেরকে মদত দেওয়ার জন্য ভারতীয় সেনার নজরদারি দলের উপর আচমকা হামলা চালায় পাক বর্ডার অ্যাকশন টিম বা ব্যাট। কিন্তু যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় জওয়ানরা। গুলি করে ব্যাট-এর দুই সদস্যকে তখনই খতম করে দেয় তাঁরা। এরপরেই জঙ্গি ও ব্যাটের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় ভারতীয় সেনার। শেষপর্যন্ত অনুপ্রবেশ আটকাতেও সফল হয় ভারতীয় সেনা জওয়ানরা। ভারতীয় সেনারা সীমান্তে কড়া নজরদারি রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

চাকমা বৌদ্ধদের উপর নারকীয় অত্যাচার, বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট চালাল বাংলাদেশী মুসলিমরা

পুড়ছে বাড়ী/জ্বলছে আকাশ/ধানের গোলা ঘড়ির কাঁটায়, হাজার বছর
এমনি করেই হিঁদুর মেয়ের/ মান বাঁচিয়ে/জান বাঁচিয়ে/পালিয়ে চলা।

নারকীয়, নৃশংস, বর্বরোচিত-কোন বিশেষণেই যেন ব্যক্ত করা যায় না পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বৌদ্ধ, হিন্দু ও আদিবাসীদের উপর বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের এই আক্রমণ। অসংখ্য বাড়ি ঘরে লুটপাট চালিয়ে সেগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আগুনের আঁচ থেকে রেহাই পায়নি দুধের শিশু। পলায়নরত চাকমা মহিলাদের ধরে গণধর্ষণ করে পৈশাচিক উল্লাসে মেতেছে ইসলামিক সম্প্রদায়ের মানুষেরা। চারটি বৌদ্ধ মন্দির সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে তারা। গত ৩রা জুন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের কক্সবাজার ও রামু অঞ্চলে এমনই নারকীয় তাণ্ডব চালাল সে দেশের সংখ্যাগুরু মুসলিম দুষ্কৃতিরা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান ছিল মাত্র ২ শতাংশ। পাকিস্তানের আমলে সমতল থেকে মুসলিম ঢুকিয়ে ঐ অঞ্চলের জনবিন্যাসের পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা ও অন্যান্য জনজাতির নেতারা ঢাকায় তথাকথিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করে আবেদন জানান, সেখানকার জনজাতির চরিত্র বজায় রাখার জন্য। শেখ মুজিবর তাদের ধমক দিয়ে বলেন, 'এখন থেকে বাংলাদেশে অন্য কোনো জাতি জনজাতি চলবে না। এখন থেকে সবাইকে বাঙালি (পড়তে হবে বাঙালি মুসলিম) হতে হবে। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের মুসলমানীকরণ চলবে বাঙালীকরণের নামে। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬০ শতাংশ মুসলমান, ৪০ শতাংশ চাকমা বৌদ্ধ, হিন্দু, মগ ও অন্যান্য

জনজাতি লোকের বাস। এরই বিরুদ্ধে ৯০-এর দশকে চাকমারা 'শান্তিবাহিনী' তৈরী করে যুদ্ধ করেছিল। ভারত সরকারের মধ্যস্থতায় চাকমাদের সঙ্গে 'শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষর করে সেই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সেই চুক্তির শর্ত না মেনে সেখানে মুসলমান ঢুকিয়েই চলেছে। বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ঘোষণা করে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলকে জেহাদ করে দারুল ইসলামে পরিণত করতে চায়। তারই একটা ঝলক দেখা গেল গত ৩রা জুন।

সূত্রে প্রকাশ, এক চাকমা বৌদ্ধ তার স্যোসাল মিডিয়ার ইসলাম বিরোধী একটি পোস্ট দেয়। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ইসলামি সমাজের মানুষজন। প্রায় একশোরও উপর সশস্ত্র মুসলিম ঝাঁপিয়ে পড়ে চাকমাদের উপর। ব্যাপক মারধোরের সঙ্গে সঙ্গে লুটপাট চালিয়ে তাদের বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় চাকমা শিশুর। মহিলাদের উপরও ব্যাপক অত্যাচার চালায় মুসলিমরা। বহু মহিলা গণধর্ষণের শিকার হয় বলে সূত্র মারফত জানা যায়। মুসলিম সমাজের লোকেরা চারটে বৌদ্ধ মন্দিরে ভাঙচুর চালিয়ে প্রায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। একটি বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয় বলে অভিযোগ। রামু শহরের বৌদ্ধ মন্দিরটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বৌদ্ধ মূর্তিও ভেঙে দিয়েছে। কয়েকশো বৌদ্ধ এই নারকীয় অত্যাচার ও বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংসের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে রবিবার জড়ো হয়। অভিযোগ, পুলিশ তাদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে হটিয়ে দেয়। অথচ চাকমা বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারী অভিযুক্তদেরকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি। তবে প্রশাসনের দাবি তারা ব্যবস্থা নেবে।

হিন্দু কলেজ ছাত্রীকে জোরপূর্বক অপহরণ

আশুলিয়ার সাভার গণবিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের এক হিন্দু ছাত্রীকে তুলে নিয়ে জোরপূর্বক বিয়ের চেষ্টা, মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে একই বিভাগের ছাত্র নুর হোসেনসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শেষে ঘটনার সত্যতা পেয়ে মামলাটি গ্রহণ করে। ভুক্তভোগী ছাত্রী উল্লেখ করেন, তিনি হিন্দু পরিবারের মেয়ে। আশুলিয়ার গোরাট এলাকার ইমান আলীর ছেলে নুর হোসেন ৫-৬ মাস ধরে তাকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। এমনকি প্রস্তাবে রাজি না হলে তার পরিবারের বড় ধরণের ক্ষতি হবে বলেও হুমকি দেয়। বিষয়টি নুর হোসেনের অভিভাবককে জানিয়েও কোন প্রতিকার পাননি।

২রা মে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শেষে বেলা দেড়টার দিকে নরসিংহপুরে বাসায় ফেরার সময় নুর হোসেন ও মিল্টন তাকে জোর করে তুলে নিয়ে থানা যুবলীগ নেতা গোরাটের আরিফ মাদবরের অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে আরিফ মাদবরসহ নুর হোসেনের আরও অনেক সাঙ্গপাঙ্গ ছিল। ওই ছাত্রী বিয়েতে রাজি না হওয়ায় নুর হোসেন তাকে মারধর করে এবং তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে একটি প্রাইভেট গাড়ি করে ওই ছাত্রীকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দেয়। ফেক আইডি দিয়ে ফেসবুকে মেসেজ ও তার ছবি এডিটিং করে বিভিন্ন কুৎসা রটনা করে। থানার অফিসার ইনচার্জ মহসিনুল কাদির বলেন, এজাহারটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ও তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭(১) ধারায় মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মামলার অপর আসামিরা হল-মিল্টন, গোরাট এলাকার ওয়াসিম, সজিব, উত্তম ও তানভীর।

বাংলাদেশে জবরদস্তি জমি দখল হিন্দুর

বাংলাদেশের পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার আলীপুর বাজারে হিন্দু সম্পত্তি জবরদস্তি দখল করল সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা। তাদের বাধা দিতে গিয়ে চরম লাঞ্ছনার শিকার হলেন বৃদ্ধা কাননবালা। ওনাকে ওড়না দিয়ে বেঁধে শুধু মারধোর করাই নয়, শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় জড়িত শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহোসীন জোমাদ্দারসহ স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান বাদশা ফয়শাল এবং উপজেলার আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এড্‌ভোকেট সিকদার গোলাম মোস্তাফা নাম এসেছে। এলাকার সংখ্যালঘু হিন্দু অবিলম্বে তাদের গ্রেফতারের দাবি তুলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। দশমিনা থানার পক্ষ থেকে আবুল হাসান, বারেক, সাইদুল, সাইফুল, জাইরুল, ফিরোজ, সুলতান, শামিম সহ ১৪ জনের নামে একটি কেস দায়ের করা হয়েছে (কেসের ধারা ১৪৩/৪৪৭/৩২৩/৩৫৪/৩৭৯/৫০৬)।

প্রত্যক্ষদর্শীর অভিযোগ, কাননবালা জমি ও বসতবাড়ি দখল করতে মুসলমান এলে তিনি বাধা দেন। কিন্তু বৃদ্ধা বলেও দুষ্কৃতিরা তাকে ছাড়েনি। ওড়না দিয়ে বেঁধে তাকে মারধোর করে। তিনি অনেক কাকুতি মিনতি করলেও দুষ্কৃতিদের তাতে মন টলেনি। মুসলমানরা এভাবেই হিন্দুদের জমি জোর করে কেড়ে নিচ্ছে। পুলিশ দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে যতই কেস দায়ের করুক না কেন আদপে তাতে কোন লাভ হবে না। কেননা এলাকার প্রভাবশালী লোকেদের সাহায্যেই তারা এই কাজ করছে তাই প্রশাসনও কিছু করতে পারছে না। একরকম আতঙ্কের মধ্যে তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন।

জেএমবির শীর্ষ নেতা সাইদুরের সাড়ে সাত বছরের দণ্ড

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশর (জেএমবি) শীর্ষ নেতা সাইদুর রহমানসহ তিনজনকে ৭ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশের আদালত। একইসঙ্গে প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার অপর এক ধারায় আসামিদের ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদয়ে আরও এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ২৫ মে, বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ-৬ এর বিচারক ইমরুল কায়েস এই রায় ঘোষণা করেন।

মামলার অপর আসামিরা হলেন আবদুল্লাহেল কাফী ও তার স্ত্রী আয়েশা আক্তার। তারা এ মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন নেওয়ার পর পলাতক রয়েছেন। রায় ঘোষণাকালে জেএমবি নেতা সাইদুর রহমান আদালতে উপস্থিত ছিলেন। গত ১৮মে মামলার যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে রায় ঘোষণার জন্য বৃহস্পতিবার (২৫ শে মে) দিন ধার্য করেছিলেন আদালত।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১০ সালের ২৫ মে কদমতলী থানার দনিয়া এলাকার একটি বাসায় আসামিদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি বই ও প্রচারপত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় মাওলানা সাইদুর রহমানসহ তিনজনের বিরুদ্ধে ঢাকার কদমতলী থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের হয়। এরপর ২০১১ সালের ১৬ জানুয়ারি আদালত অভিযোগপত্র গ্রহণের মধ্যে দিয়ে ৬ নম্বর বিশেষ জজ আদালতে এ মামলার বিচার শুরু হয়।

মন্দিরের ১২টি শিবলিঙ্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল দুর্বৃত্তরা

মূল মন্দিরের মাঝে রাখা গরুর মূর্তিটিও ভাঙচুর করা হয়। এছাড়া তুলসী বেদী, হনুমান মন্দির, কালী মন্দিরেও হামলা চালানো হয়েছে। এই ঘটনার পরেই স্থানীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। মন্দিরের পুরোহিত সেতু মহন্ত জানান, ২৭শে মে, শনিবার সকাল ৬টার দিকে পূজার জন্য তিনি বারো শিবালয়ে যান। এই সময় মূল মন্দিরের গেটে এসে দুটি গেটেই অতিরিক্ত তালা ঝোলানো দেখেন। গেটের বাইরে থেকে মন্দিরে ভাঙচুরের ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই মন্দির কর্তৃপক্ষকে খবরটি জানান। এরপরেই মন্দির কর্তৃপক্ষই পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে দুর্বৃত্তদের লাগানো তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অনেকেই মন্দিরে ভিড় করেন। এমনকি ঘটনার প্রতিবাদে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশেরও আয়োজন করে।

প্রতিবাদীদের মধ্যে একজন বলেন, ''৫০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই বারো শিবালয় মন্দিরে ৭১ সালেও কেউ হাত দেয়নি। অথচ এখন সেই মন্দিরেই ভাঙচুর চালানো হলো। মন্দিরে শিবলিঙ্গ নতুন করে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এখানে পূজা-অর্চনা হবে না।'' উল্লেখ্য, বারো শিবালয় মন্দিরে স্থাপিত ১২টি শিবলিঙ্গের এমন দর্শনীয় মন্দির দেশের কোথাও নেই। এটি দেখার জন্য বহু পর্যটক এখানে আসেন। ঘটনার খবর পেয়ে সংসদ সদস্য সামছুল আলম দুদু, জেলা প্রশাসক মোঃ মোকাম্মেল হক, পুলিশ সুপার রশীদুল হাসান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান রকেট ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন। পুলিশ সুপার রশীদুল হাসান বলেন, ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করে দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

কালিয়কৈরে নবম শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রীকে গণধর্ষণ

বাংলাদেশের গাজীপুরের কালিয়কৈরে সনাতন ধর্মাবলম্বী (হিন্দু সম্প্রদায়ের) এক স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত বিএনপি নেতার ছেলে সুমনকে সিলেট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৪ঠা জুন, রবিবার সুমনকে কালিয়াকৈর থানায় আনা হয়। পরে তাকে গাজীপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। কালিয়াকৈর থানার ওসি মোঃ আব্দুল মোতালেব মিয়া গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গাজীপুরের কালিয়কৈর উপজেলার ফুলবাড়ীয়া আক্কেল আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর সনাতন ধর্মাবলম্বী (হিন্দু সম্প্রদায়ের) এক ছাত্রী গত ২০ মে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। পথে ফুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন স্থানীয় বিএনপি নেতা শহীদ সরকারের বাসার কাছে পৌঁছে। এসময় ওই বিএনপি নেতার ছেলে সুমন ও তার সহযোগীকে ওই ছাত্রীকে জোরপূর্বক একটি কক্ষে নিয়ে ধর্ষণ করে। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে স্থানীয় ইউপির এক মেম্বারসহ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার কথা বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ১১ দিন অতিবাহিত হলেও ধর্ষণের ঘটনার কোন বিচার হয়নি। অবশেষে বিচার না পেয়ে ধর্ষিতার বাবা-মা স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষককে লিখিতভাবে জানালে তারা থানায় মামলা করার পরামর্শ দেন। এর প্রেক্ষিতে ধর্ষণের অভিযোগে ধর্ষিতার মা শিল্পীরানী বাদী হয়ে শুক্রবার (২রা জুন) রাতে সুমন ও তার সহযোগীকে আসামী করে কালিয়াকৈর থানায় মামলা দায়ের করে। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিলেট থেকে সুমন সরকারকে গ্রেফতার করা হয়।

পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ হিন্দু সংহতির

সীমান্তে প্রতিদিন সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করছে পাকিস্তান। সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে ভারতীয় সেনাদের উপর চলছে বর্বরোচিত আক্রমণ। সীমান্ত পেরিয়ে এসে ভারতীয় সেনা হত্যা করে তাদের মুণ্ডু কেটে নিয়ে যে নৃশংসতার পরিচয় পাকিস্তানি সৈন্য দিয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রায় সবস্তরের ভারতবাসী প্রতিবাদী হয়েছে। গত ২৮ শে মে পাকিস্তানের এই আচরণের প্রতিবাদ এবং কুলভূষণ যাদবের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাল উলুবেড়িয়ার হিন্দু সংহতির কর্মীরা। এছাড়া নওয়াজ শরিফসহ পাকিস্তানি সেনাকর্তাদের কুশপুতুল দাহ করা হয়। সেইসঙ্গে পোড়ানো হয় পাকিস্তানের পতাকাও।

রবিবার ২৮ মে বিকেল পাঁচটা নাগাদ জাতীয় পতাকা নিয়ে পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে মিছিল করে উলুবেড়িয়ার হিন্দু সংহতির কর্মীরা। দলুই পাড়া থেকে মিছিল শুরু করে গরুহাটা মোড় পর্যন্ত আসে প্রায় দুইশো হিন্দু সংহতির কর্মী। এরপর গরুহাটা মোড় অবরোধ করে পাকিস্তানি সেনা কর্তাদের কুশপুতুল দাহ করা হয় এবং সে দেশের পতাকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা। সংহতির সদস্যদের এই কর্মসূচীর ফলে প্রায় এক ঘন্টা উলুবেড়িয়া গরুহাটা রোডে যান চলাচল বন্ধ ছিল। এরপর উলুবেড়িয়া থানার হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়। উলুবেড়িয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তা লালটু শী-র নেতৃত্বে হিন্দু সংহতির এই ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ঋদ্ধিমান আর্য, জয়ন্ত মাজি, মুকুন্দ কোলে, বিশাল জয়সওয়াল ও প্রদীপ বোস মিছিলে উপস্থিত ছিলেন।

গত ৪ঠা জুন কোলাঘাটের হিন্দু সংহতি কর্মীরাও পাকিস্তানের বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল বার করে। সেখানে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পোড়ানো হয়। কোলাঘাটের হিন্দু সংহতির কার্যকর্তা অনুপম মন্ডল জানান, পাকিস্তানের বর্বরোচিত আক্রমণে সকলে প্রতীকী প্রতিবাদ করেছে, হিন্দু সংহতিই শুধু রাস্তায় নেমে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে প্রতিবাদ করল।

স্কুলের জমি দখল ঘিরে সংঘর্ষ ঃ আহত সাত হিন্দু

পূর্ব মেদিনীপুরের কলাবেড়িয়া অঞ্চলে জগমোহনপুর জুনিয়র হাইস্কুলের ভিতর জোর জবরদস্তি জমি দখল করে ঘর তৈরি করছিল কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। বাধা দিতে গেলে তাদের মারধোরে গুরুতর আহত হয়ে অঞ্চলের পঞ্চায়েত মেম্বার সহ সাতজনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। গত ২২ শে মে এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল কলাবেড়িয়া অঞ্চলের মানুষজন।

সূত্রের খবর, শেখ হাবিব (পিতা মেহবুব), শেখ গিয়াসউদ্দিন (পিতা এলা), শেখ নাজিব (পিতা শেখ নিমাজি), শেখ সামসউদ্দিন (পিতা গিয়াসউদ্দিন), শেখ ইয়াকুব (পিতা একামত), শেখ রেজিউল (পিতা গিয়াসউদ্দিন), শেখ মনিরুল (পিতা ইমতিয়াজ), জাহাঙ্গির (পিতা মৃত জোহাদ), শেখ রফিক, শেখ মুস্তাফা, মহিউদ্দিন (পিতা নাজির) জগমোহন হাইস্কুলের মধ্যে জোর করে বিনা অনুমতিতে ঘর তৈরি করছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ বারণ করলেও তারা শোনেনি। শেষে অঞ্চলের পঞ্চায়েত মেম্বার প্রভাত সরদার ও আরও কয়েকজন অভিযুক্তদের বাধা দিতে গেলে তাদের ব্যাপক মারধোর করা হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় রাজু সরদার, গৌরীবালা সরদার (স্বামী শ্যাম সরদার) সহ ৬ জন গুরুতর আহত হয়ে ভগবানপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে ৪ জনকে তমলুক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পঞ্চায়েত মেম্বার প্রভাতবাবু ভগবানপুর থানায় অভিযুক্তদের নামে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পাল্টা মুসলমানরা নিজেদের একটি দোকান ভেঙে হিন্দুদের নামে থানায় অভিযোগ করে। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দুজন মুসলিম এবং প্রভাতবাবুকে গ্রেফতার করে। অন্যান্য অভিযুক্ত মুসলিমরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। দুদিন পর প্রভাত সরদার কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি হন।

লাভ জেহাদের শিকার দুই সন্তানের মা

লাভ জেহাদের কবলে পড়ে ঘর ছাড়ল দুই সন্তানের মা বৃহস্পতি মন্ডল। নিজের বয়সের চেয়ে কম বয়সী এক লাভ জেহাদীর কবলে পড়ে এমনই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নিয়েছে হরিণঘাটা শ্বেতপুর নিবাসী সমীর মন্ডলের স্ত্রী বৃহস্পতি মন্ডল।

গত ২৬ শে মে শুক্রবার বৃহস্পতি তার দেগঙ্গার বাপের বাড়ি থেকে মাসির বাড়ি যাচ্ছি বলে বের হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি করলে জানা যায় হাসান নামক এক রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে বৃহস্পতি ঘর ছেড়ে চলে গেছে। বিভিন্ন সূত্র ধরে হাসানের বাড়ি গেলে তার মা জানায় ছেলে কলকাতায় গেছে। কিন্তু জানা যায় হাসান তিনদিন হল বাড়ি ফেরেনি। এবং তারই সঙ্গে বৃহস্পতি চলে গিয়েছে বলে হাসানেরই এক প্রতিবেশী জানায়। সেইমতো হাসানের বিরুদ্ধে দেগঙ্গা থানায় এক অপহরণের ডায়েরী করা হয় (জিডিই নং ১৭০৭/১৭)। একই সঙ্গে হরিণঘাটা থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপহরণের ডায়েরী করা হয়েছে। কিন্তু পরে বৃহস্পতি নিজেই ফোন করে জানায় যে সে আর বাড়ি ফিরবে না। পরে তার বাড়ির লোকজন হিন্দু সংহতির হরিণঘাটার প্রমুখ কর্মী পাঁচু মন্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি তাদের সংহতি সভাপতি তপন ঘোষের কাছে নিয়ে আসেন। বৃহস্পতি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কোন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয় বলে জানালেও তিনি তাদের সাহায্যের আশ্বাস দেন।

স্কুলে নাবালক ছাত্রের অশ্লীল আচরণ

নদীয়ার তেহট্ট থানার অন্তর্গত বারুইপাড়া অঞ্চলে গত ১৭ই মে স্কুলের মধ্যেই নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করলো সেই স্কুলেরই ছাত্র নাজিবুল শেখ। অভিযুক্ত ছাত্রটিকে এলাকার একটি ক্লাবের ছেলেরা ব্যাপক মারধোর করে বলে জানা যায়।

ঐদিন অনুকূল সরকারের মেয়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী কাকলি সরকার (নাম পরিবর্তিত) স্কুলে যায়। টিফিন টাইমে সে যখন অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র নাজিবুল শেখ (পিতা আজাদ শেখ) ও তার কয়েকজন বন্ধু তাকে জাপটে ধরে চুমু খায়। তাকে কুপ্রস্তাব দেয় বলেও অভিযোগ। কাকলি এর প্রতিবাদ করলে নাজিবুল ও তার বন্ধুরা তাকে ক্লাস রুমের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই সময়ে অন্যান্য ছাত্র ও ছাত্রীরা এর প্রতিবাদ করলে মুসলিম ছাত্রগুলো তাদের দেখে নেবো, কেটে ফেলবো বলে হুমকি দেয়। এমনকি কাকলিকেও এই কথা কাউকে বললে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। উক্ত ঘটনার খবর জানাজানি হতে পাশের একটি ক্লাবের ছেলেরা এসে নাজিবুল ও তার বন্ধুদের ব্যাপক মারধোর করে। অভিযুক্ত মুসলিম ছাত্রদের স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় কাকলি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মধ্যে একটা চাপা আতঙ্কও রয়েছে। তার বাবা অনুকূল সরকার জানান, তার মেয়ে স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছে।

নলহাটিতে মন্দিরের ঠাকুর ভেঙে অপবিত্র করলো মুসলিম দুষ্কৃতি

বীরভূম কি দারুল ইসলামের পথে এগিয়ে চলেছে? স্থানীয় এক বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য সত্যিই চমকে ওঠার মতো। গত এক বছরে শুধু বীরভূমেই বহু মঠ মন্দির আক্রান্ত হয়েছে সংখ্যালঘু মুসলিমদের হাতে। গত ১৭ই মে, বুধবার রাতে নলহাটির কলেজ মোড়ের কালি মন্দিরে মুসলিম দুষ্কৃতিরা হামলা চালিয়ে মন্দিরের শিব ঠাকুরের হাত ভেঙে দেয়। শুধু ঠাকুর ভাঙা নয় মন্দিরের চারপাশে মদ ও মাংসের টুকরো ফেলে মন্দির অপবিত্র করে তারা। দুষ্কৃতিদের ধরতে না পেরে পুলিশ তড়িঘড়ি একটি নির্দোষ হিন্দু ছেলেকে গ্রেফতার করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ দুষ্কৃতিদের আড়াল করছে ভেবে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেষমেশ সেই রাতেই হিন্দু ছেলেটিকে পুলিশ ছেড়ে দেয়। কিন্তু দুষ্কৃতিরা এখনও অধরাই রয়েছে।

শ্মশান সংস্কার নিয়ে সংঘর্ষ

চড়াবিদ্যা অঞ্চল (বাসন্তী থানা) ও আঠারোবাঁকী অঞ্চল (জীবনতলা থানা) -র মধ্যে অবস্থিত একটি শ্মশান। সরকারের পক্ষ থেকে শ্মশান সংস্কারের কাজ চড়াবিদ্যার দিকে সম্পন্ন হয়েছে। আঠারোবাঁকীর দিকে টিএমসি পঞ্চায়েত সদস্য মনীন্দ্র সরদার শ্মশান সংস্কারের উদ্যোগ নেয়। ওই গ্রামেরই কর্মকার পাড়ার মানুষজন এই শ্মশানে আসে। গত ১লা জুন রাতে জেসিবি (মাটি কাটার গাড়ি) কনট্রাক্ট করে কর্মকার পাড়ার ছেলেরা শ্মশান সংস্কারের কাজ শুরু করে। মোট কন্ট্রাক্ট ছিলো পাঁচ ঘন্টা। এক ঘন্টা কাজ করার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কাজ বন্ধ থাকে। পরের দিন ২রা জুন সকাল ৮টা থেকে আবার কাজ শুরু হয়। আঠারোবাঁকী অঞ্চলের কর্মকার পাড়ার হাজী এব্রাহিম-এর শ্মশানের পাশে কিছুটা জমি আছে। শ্মশানের মাটি ফেলাতে সে বাধা সৃষ্টি করে বলে যে, 'শ্মশানের জায়গা আমার, আমি মাটি ফেলতে দেব না।' কর্মকার পাড়ার ছেলেরা এর প্রতিবাদ করে। তারা বলে, 'আমাদের শ্মশান আমরা সংস্কার করব।' তারপর হাজী শ্মশানের জায়গা থেকে ফিরে গিয়ে তার জামাই ছুন্নত-কে জানায়। ছুন্নতের বাড়ি চড়াবিদ্যা অঞ্চলে। উল্লেখ্য, চড়াবিদ্যা অঞ্চলে সিপিএম-এর গুন্ডারা দক্ষিণ ২৪ পরগণার যুব জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক সওকাত মোল্লা ও সন্দেশখালি ব্লক সভাপতি শাজাহান শেখের হাত ধরে টিএমসি-র যুবশাখা-তে যোগ দেয়। যুব-র হাত ধরে চড়াবিদ্যা অঞ্চলের মুসলিমরা টিএমসি পার্টির হাত ধরে ক্ষমতার ছত্রছায়ায় আসতে চায়। বর্তমানে চড়াবিদ্যা অঞ্চলের যুব-র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা হল খলিল মোল্লা, গোফফার মোল্লা, মোজাফফর নাইয়া, সদ্দেল মোল্লা, রহিম।

ছুন্নত ঘটনাটি যুব-র নেতাদের জানায়। খলিল মোল্লা, গোফফার মোল্লা ও মোজাফফর নাইয়া ওই শ্মশানের জায়গায় যায় এবং কাজে পুনরায় বাধার সৃষ্টি করে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা এবং পরে সেটা হাতাহাতি হয়। টিএমসিপঞ্চায়েত সদস্য মনীন্দ্র-এর নেতৃত্বে কর্মকার পাড়ার হিন্দুরা দুটি গাড়ি ভর্তি হয়ে জীবনতলা থানায় যায় এবং পুলিশকে বিষয়টি জানায়। ৪ই জুন উভয় পক্ষকে মীমাংসার জন্য থানায় ডেকেও পরে পুলিশ তা বাতিল করে দেয়। পরেরদিন ৫ই জুন জীবনতলা থানার ওসি এলাকা পরিদর্শনে আসে এবং উভয় পক্ষকে জমির কাগজপত্র বার করে নিজেদের মধ্যে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে বলে।

কর্মকার পাড়ার ছেলেরা ২রা জুন সন্ধ্যায় চড়াবিদ্যা অঞ্চলের হিন্দু সংহতি কর্মীদের সাথে দেখা করে এবং বিষয়টি জানায়। এলাকার হিন্দু সংহতির প্রতিনিধি টোটন ওঝা তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'তারা যদি নিজেদের লড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তবে তাদের পাশে থেকে সমস্ত সাহায্য করবে।'

হিন্দুর ধর্মীয় মিছিলে হামলা

গত ৬ই জুন নদীয় জেলার নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত গৌরীপুর গ্রামের লোকেরা গঙ্গাপুজো উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। তাদের মুখে ছিল জয় মা গঙ্গা, জয় মা কালী, জয় শ্রী রাম। পথ মধ্যে একটি মুসলমান পাড়া অতিক্রমকালে প্রায় ৩০-৩৫ জন মুসলিম তাদের পথ অবরোধ করে। তাদের দাবী জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়া চলবে না। কিন্তু হিন্দুরা তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ মানতে রাজি না হলে উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়। মুহূর্তে তা মারামারিতে পরিণত হয়। হিন্দুদের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। পরদিন, বুধবার হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় মিছিলে আক্রমণ করার প্রতিবাদে নাকাশিপাড়া থানা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দুইজন মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করেছে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি ◆ <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686